পর্বতে দত্ত উপদেশ

পদসমূহের গভীর অধ্যয়ন

(মথি ৫,৬,৭ অধ্যায়)

“এক শিষ্যের তাৎপর্য”

পর্বতে দত্ত উপদেশ

পদ সমূহের গভীর অধ্যয়ন

(মথি ৫,৬,৭ অধ্যায়)

“এক শিষ্যের তাৎপর্য”

পুস্তিকা নং – তেত্রিশ

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

ভূমিকা

"খ্রীষ্টীয়ানের প্রথম অবসর যাপন"

(মথি ৪:২৩-৫:১)

অনেকে যারা খ্রীষ্টের অনুগামী হওয়ার ভানও করে না, "পর্বতে দত্ত উপদেশে" উল্লিখিত যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষামালার উদ্দেশ্যে তারাও মৌখিক সমর্থন জানাবে। বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও কবিজনেরা সেই উপদেশের প্রচারককে কখনও না জেনেও তাঁর শিক্ষার অংশবিশেষ যুগ যুগ ধরে উদ্ধৃত করে থাকেন। সম্ভবতঃ যীশুর এই উপদেশের চেয়ে বাইবেলে এমন কোন পরিচ্ছেদ নেই, যা বেশি উল্লিখিত ও কম বোধগম্য হয়। সেই আলোচনা এখন আমরা অধ্যয়ন করতে চলেছি।

পর্বতে দত্ত উপদেশের প্রসঙ্গ

এই মহৎ উপদেশের বিষয়বস্তু বিবেচনা করার আগে প্রসঙ্গটি উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রসঙ্গ সম্পর্কে মথির বর্ণনা আমাদের নজরে পড়ে, যেখানে এই উপদেশ প্রচারিত হলো, যখন আমরা পড়ি ঃ

"পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং লোকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন। আর তাঁহার জনরব সমুদয় সুরিয়া দেশে ব্যাপিল; এবং নানা প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক, ভূতগ্রস্ত ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক সকল, তাঁহার নিকটে আনীত হইল, আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। আর গালীল, দিকাপলি, যিরূশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দনের পরপার হইতে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্বতে উঠিলেন;আর তিনি বসিলে পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন। তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন....." (মথি ৪:২৩-৫:২)।

তারপর আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মনোনিবেশ করি, যেখানে সেই অধিবেশনে যীশুর কথিত এই সুগভীর শিক্ষা লিপিবদ্ধ আছে। আপনি কি প্রসঙ্গটির গুণাবলী উপলব্ধি করেন, যেখানে এই মহৎ শিক্ষা প্রদত্ত হলো? আমার মতে এটি "খ্রীষ্টীয়ানের প্রথম অবসর যাপন"। এটি আসলে এক উপদেশ ছিল না, যা আজকের দিনে অন্যান্য উপদেশ সম্পর্কে আমাদের মনে হয়: কিন্তু এটি যীশুর মুখ-নিঃসৃত এক শিক্ষা, আমাদের বিবেচনায় যেখানে এক গিরি-শৃঙ্গে অবসর যাপন স্থাপিত হলো।

যখন যীশু তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যার তিন বৎসর অতিবাহিত করলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে উপরের কুটিরে অন্তিম প্রহরগুলি বিজনে কাটালেন, তাঁর গ্রেপ্তার হওয়া ও ক্রুশীয় মৃত্যুর আগে তিনি যাদের নিযুক্ত করলেন ও হাতে-কলমে শেখালেন। সেই অধিবেশনে তাঁদের সঙ্গে তিনি তাঁর দীর্ঘতম লিপিবদ্ধ উপদেশ আলোচনা করলেন। সেই উপদেশকে আমি "খ্রীষ্টীয়ানের শেষ অবসর যাপন" বলি, যেখানে যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন (যোহন ১৩-১৬ অধ্যায়)।

খ্রীষ্টীয়ানের এই প্রথম অবসর যাপন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মথির বর্ণনা আমি উদ্ধৃত করেছি। গালীল সাগরের ঢালু জায়গায় সমবেত লোকদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রকার কল্পনীয় রোগ যীশু সুস্থ করেছিলেন। মথির কথানুসারে, তারা ..... "নানা প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক, ভূতগ্রস্ত ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক সকল তাঁহার নিকটে আনীত হইল, আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন" (মথি ৪:২৪)।

আমরা পড়ি, গালীল সাগরের চারদিক থেকে লোকেরা একত্রিত হয়েছিল—"গালীল, দিকাপলি, যিরূশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দনের পরপার হইতে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল" (২৫ পদ)। যর্দনের ওপার থেকে গালীলে হেঁটে আসতে তাদের চার দিন সময় লাগে, যেখানে যীশু এইসকল রোগীদের সুস্থ করছিলেন।

আজ আমাদের অনেক সংস্কৃতিতে এই সকল সমস্যা আমরা প্রতিষ্ঠানমূলক সমাজ সেবা রূপে জড়ো করে রাখি ঃ ব্যাধিগ্রস্ত এবং মুমূর্ষু রোগী, মানসিক অনেক রোগী, প্রাচীন লোকেরা, যুদ্ধ-ফেরৎ প্রাক্তন দৃষ্টিহীন, অনেক সময় যাদের আমরা মনের বাইরে রাখি। যীশু যখন তাঁর অবসর যাপন আয়োজিত করলেন, সংক্ষেপে বলতে পারি, ঐ সমাবেশে সব ধরনের সমস্যা ছিল, যেটি গালীল সাগরের চারদিক্ থেকে জড়ো হয়েছিল।

ফলপ্রসূ কার্যানির্বাহক হতে চাইলে আপনি যদি কয়েকটি উপাধি অর্জন করতে বা সেমিনারে যোগ দিতে চান, এই পদের জন্য আপনাকে বলা হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, সংগঠন, প্রতিনিধিত্ব, তত্ত্বাবধান এবং পরে ফলপ্রাপ্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার কাজ আপনি অবশ্যই শিখবেন।

সমস্ত রোগীকে নিরাময়ের পরিচর্যা করা যীশুর মনোনয়ন ছিল না। তিনি তাঁর কয়েক জন শিষ্যকে আমন্ত্রণ জানালেন, যেন গিরিশৃঙ্গের উচ্চতর সমভূমিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, যে পর্বত গালীল সাগরের লাগোয়া দণ্ডায়মান ছিল (মার্ক ৩:১৩)। স্থানটি জনতাকে দুটি দলে বিভক্ত করলো;পর্বতের তলদেশে সমস্যার একাংশ রইল। পর্বতের উচ্চতর ভূমিতে যাঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন, পর্বতের নিম্নভূমিতে সকল সমস্যার সমাধানে তাঁরা অংশ নিতে চাইলেন।

যীশু উপলব্ধি করলেন, যেহেতু তিনি সীমাবদ্ধ মানব-দেহ গ্রহণ করলেন ও পৃথিবীতে অল্পকাল রইলেন, তিনি একলা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না। অতএব, তিনি "পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার" করলেন, যদিও আমরা জানি যে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনার অংশী হিসেবে দুর্বল মানুষদের ব্যবহার করা শুরু থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ছিল। এবারে তিনি খ্রীষ্টীয়ানের এই প্রথম অবসর যাপন সংগঠিত করলেন। মার্ক লিখলেন ঃ "তিনি..... আপনি যাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে ডাকিলেন..... যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও যেন তিনি তাঁহাদিগকে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন" (মার্ক ৩:১৩, ১৪)।

যীশু সেই অবসর যাপন সংগঠিত করার মাধ্যমে, যে চ্যালেঞ্জ তিনি রেখেছিলেন তা হল ঃ "আপনি কি সমস্যার অংশ, অথবা সমাধান করার অংশ?" যীশুর অবসর যাপন অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিলেন, তাঁদের কাছে যীশু সুপরিকল্পিত কৌশলটি জানালেন, যেন পর্বতের পাদদেশে প্রতীক্ষারত মানুষ জনদের সকল সমস্যার সমাধানে তাঁরা অংশ নিতে পারে।

এই অবসর যাপন প্রসঙ্গে যোহন যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করলেন। তিনি লিখলেন, যখন বিপুল জনতা সুস্থ হওয়ার আশায় যীশুর কাছে এলো, যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পর্বতের ওপরে বসলেন (যোহন ৬:১-৩)। মথি ও মার্ক দ্বারা সুসমাচার লেখার অনেক দশক পরে যোহন তাঁর সুসমাচার লিখলেন। হয়তো মথির লেখা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন; অবশ্য অন্যান্য বিষয়কে তিনি অগ্রগণ্যতা দিলেন; সুতরাং সেই ধর্মোপদেশ অধিবেশন সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত বিবরণ দেন নি। পর্বতে দত্ত উপদেশের প্রসঙ্গ ও মূল্য সম্পর্কে মথি বিশদ বিবরণ দেন।

এক শাস্ত্রবিদ্ প্রসঙ্গটির সারসংক্ষেপ করেন, যেখানে এই মহৎ শিক্ষা সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে তিনটি নিগূঢ় সত্য যীশু উপস্থাপিত করলেন, যখন এই মহৎ উপদেশের পক্ষে তিনি উপবেশন করলেন। সেই জনতার মধ্য থেকে যীশু শিষ্যদের ডাকলেন, যেন তাঁরা তাঁর সমাধানের অংশ হতে পারে, খ্রীষ্টীয়ানের জীবনে সংকট আমাদের নজরে আসে। আটটি স্বর্গসুখ হল উপদেশ ও সংক্ষিপ্ত জীবন, যা খ্রীষ্টীয়ান চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত। চারটি রূপক উপমা রয়েছে, যেগুলি স্বর্গসুখের অনুবর্তী হয়, এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে এই শিক্ষার অবশিষ্টাংশ চ্যালেঞ্জ জানায়, যখন খ্রীষ্টীয়ান চরিত্র বিধর্মী সংস্কৃতির সঙ্গে মিতালী পাতায়।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহকারে আমার প্রার্থনা হলো, আমরা সবাই মিলে ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করবো ও আমাদের অন্তরে তাঁর বাক্য গ্রহণ করবো। পর্বতে দত্ত উপদেশ অধ্যয়ন করতে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই, কারণ আমি নিশ্চিত, এটি আপনার জীবন বদলে দেবে, যেমন সেদিন শ্রোতাদের জীবন পরিবর্তিত করলো, যাঁরা পরে তাঁদের পরিমণ্ডল তোলপাড় করার কাজে পদক্ষেপ রাখলেন।

প্রথম অধ্যায়

পর্বতে দত্ত উপদেশের সারমর্ম

"আগামী মনোভাব"

(মথি ৫:৩-৬)

গালীলের কাছাকাছি এক গিরিশৃঙ্গে যীশু খ্রীষ্ট এই উপদেশ দিলেন, যেখানে তিনি তাঁদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, ঈশ্বরের প্রেম ও এই পৃথিবীতে আর্তজনদের যাতনার মাঝে যাঁরা শিষ্যত্বের সাক্ষ্য দিলেন ও সুপরিকল্পিতভাবে রইলেন। এক ভীতিজনক প্রতিশ্রুতি রেখে তিনি তাঁর উপদেশের ইতি টানলেন। এবারে তিনি বারো জনকে নিযুক্ত করলেন, যাঁরা তাঁর উপদেশ শুনেছিলেন, যাঁদের "প্রেরিত" বলা হলো বা "পাঠানো" হলো। ঐ প্রেরিতগণ খ্রীষ্টের পক্ষে জীবন যাপন করলেন ও মারা গেলেন, এবং তাঁরা ঈশ্বরের পক্ষে সারা বিশ্বে অসংখ্য শিষ্য তৈরী করলেন।

আমরা যেমন প্রসঙ্গটিকে বিবেচনা করেছি, তেমনই এই মহৎ উপদেশের সারমর্ম গ্রহণ করতে এখন প্রস্তুত হয়েছি। আমরা পাঠ করি ঃ "তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন, 'ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই। ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে" (৫:২-৬)।

যীশু সূচনায় আটটি মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন, যাকে "স্বর্গসুখ" বা "ধন্য মনোভাবাপন্ন" বলা হলো, কারণ "ধন্য" শব্দ সহযোগে প্রত্যেকটির পরিচিতি দেওয়া হলো। যীশু প্রত্যেক শিষ্যের প্রতি আশিসধন্য হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন, যার মধ্যে এই মনোভাবগুলি রয়েছে। এই "ধন্য" শব্দের আসল মানে হলো "সুখী", "আত্মিকভাবে উন্নত", অথবা "অনুগ্রহে অবস্থিত"। এ ছাড়া প্রত্যেক মনোভাবে একটি প্রতিজ্ঞা রয়েছে, যা এক আকৃতির বর্ণনা দেয়, যেখানে সেই শিষ্যের জীবনে এই প্রতিজ্ঞা সফল হবে।

এই আটটি ধন্য মনোভাব যীশুর এক শিষ্যের মনে ঠাঁই পায়। যীশু যে প্রসঙ্গে এই মনোভাবগুলি শেখালেন, সেগুলির বক্তব্য হলো, জীবন সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি পর্বতের পাদদেশে জড়ো হওয়া জনতার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বপ্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা নিরসনে খ্রীষ্টের সমাধান ও উত্তরে শিষ্যদের সামিল করবে।

যীশুর শিষ্য হিসেবে যখন আমরা সংকল্পবদ্ধ হই সমাধানে অংশ গ্রহণ করতে চাওয়ার এবং সমস্যার দীর্ঘকাল না থাকার সহভাগী আর থাকবো না, প্রথম বিষয় হল এই মনোভাবগুলি আমরা অধ্যয়ন করবো, যতক্ষণ না সেগুলো বুঝতে পারি, এবং পরে প্রতিদিনের জীবনে সেই প্রকার চলার শপথ নেব। মনে রাখুন, এই উপদেশের প্রসঙ্গ থেকে আমরা যা শিখলাম, প্রকৃতপক্ষে

স্বর্গসুখই উপদেশের সারমর্ম। তাঁর শিক্ষার অবশিষ্টাংশ তাঁর উপদেশের বা এই মনোভাবগুলির প্রয়োগ।

পরে এই ধর্মোপদেশে যীশু শিক্ষা দেবেন যে আলোয় ভরা জীবন (বিশুদ্ধ, সত্য, সুখী) ও আঁধারে বা নিরানন্দের পরিপূর্ণ জীবনের মাঝে (মথি ৬:২২, ২৩) সঠিক মনোভাবগুলি ভিন্ন প্রকার। তিনি এই ব্যাখ্যা জুড়ে দিলেন, আমাদের ভুল মনোভাব হেতু যখন আমাদের জীবন তমসাপূর্ণ হয়, এটি অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে, এবং আমাদের নিরানন্দ মাত্রা বিশাল হতে পারে।

আমরা জুড়ে দিতে পারি, অ্যাডল্ফ হিটলার, যোষেফ স্ট্যালিন অথবা অন্যান্য মন্দ নেতা ভুল মনোভাবাপন্ন হয়ে যখন ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালান, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে অসংখ্য মানুষের জীবনে ঘোর অমানিশা নেমে আসবে। এই কারণে যীশু তাঁর প্রথম অবসর যাপনে প্রচার ও প্রয়োগ করলেন ঃ "আমূল পরীক্ষা-নিরীক্ষা।"

আগামী মনোভাবগুলি

আট প্রকার স্বর্গসুখ দুইভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেক ভাগে চারটি সুখ রয়েছে। শাস্ত্র জুড়ে একটি নমুনা রয়েছে, যেটি উদ্ভূত হল, যখন ঈশ্বর তাঁর কর্ম সাধনার্থে নেতাদের নিযুক্ত করলেন। ঐ নেতারা যা পেয়েছেন, তাকে আমরা বলতে পারি "আগামী অভিজ্ঞতা" ও পরে "সক্রিয় অভিজ্ঞতা"। ঈশ্বরের পক্ষে তাঁদের ফলবন্ত সক্রিয় হওয়ার পূর্বে ঈশ্বর সমীপে তাঁদের আগমন অর্থপূর্ণ হয়েছে। প্রথম চারটি স্বর্গসুখ কয়েকটি মনোভাব উপস্থাপন করে, যেগুলি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার অন্তর্ভুক্ত, এবং দ্বিতীয় চারটি স্বর্গসুখ, যাতে কয়েকটি মনোভাবের জীবনী রয়েছে, সেগুলি ঈশ্বরের পক্ষে সক্রিয় হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রতিভার মত কোন কোন গুণ নিরালায় বিকশিত হতে পারে, কিন্তু জনস্রোতে অথবা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন চরিত্রের বিকাশ বাঞ্ছনীয়। প্রথম চারটি স্বর্গসুখ গিরিশৃঙ্গে বিকশিত হলো, অথবা পরে আমাদের "ঘনিষ্ঠতা" পেয়ে, কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে (মথি ৬:৬) আমাদের একান্ত অভিজ্ঞতায় যীশু বিষয়টির ব্যাখ্যা দেবেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের গোপন সম্পর্কে প্রথম চারটি স্বর্গসুখ আমরা শিখি এবং অনুশীলন করি, কিন্তু চারটি স্বর্গসুখের দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়টি মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকাকালীন শিখতে ও বিকশিত করতে হবে।

আত্মায় দীনহীন

প্রথম স্বর্গসুখ হল ঃ "ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই" (মথি ৫:৩)। এই প্রথম আশিসধন্য মনোভাব সেই প্রশ্নের সম্পর্কিত, যা ধর্মীয় নেতারা যোহন বাপ্তাইজককে শুধালেন ঃ "আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন?" (যোহন ১:২২)। নিজেদের সম্পর্কে সঠিক মনোভাব না থাকলে সদাপ্রভুর সমাধানগুলিতে আমরা কখনও সামিল হতে পারবো না।

এই স্বর্গসুখ বর্ণনাকারী প্রতিজ্ঞা, যা এক শিষ্যের জীবনে আসে, তার সহজ অর্থ হলো আমরা যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিত্রাতা, প্রভু ও রাজা বানিয়েছি। স্বর্গরাজ্যে অংশী হয়ে অন্য ভাবে বলা যায়—আমরা রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুর প্রজা-ইনিই সমাধান। এই প্রথম মনোভাব আমাদের থাকা চাই, যদি মানুষের প্রয়োজন সমাধানে আমরা অংশ নিতে চাই, এবং খ্রীষ্ট চান, তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে যেন এই পৃথিবীর আর্তজনদের সকল সমস্যার সমাধান হয়।

পণ্ডিতগণ বলেন ঃ "আত্মাতে দীনহীন" শব্দগুচ্ছকে "আত্মাতে ভগ্ন" রূপে অনুবাদিত করা যায়। এর অর্থ হলো এই মনোভাব ভগ্নচূর্ণ হৃদয়ের বর্ণনা দেয়, যা তাঁদের জীবনে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর যাঁদের আহ্বান দেন ও বিশ্বে পরিচর্যার জন্য যোগ্য করে তোলেন। বাইবেল পড়ার সময় আপনার নজরে আসবে কী ভাবে ঈশ্বর এই প্রথম আশিসধন্য হওয়ার মনোভাব শিক্ষা দিলেন, যাঁদের তিনি ডাকলেন, যেন তাঁর মহিমার্থে তাঁরা মহৎ মহৎ কর্ম করেন। উদাহরণ স্বরূপ, যাকোব তাঁর ভগ্ন দশা জানতে পারলেন, যখন তিনি সারা রাত্রি এক দূতের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৪-৩২)।

যাকোব, মোশি ও প্রেরিত পিতরকে তিনটি অনুশীলনী শিখতে হলো, যখন 'আত্মাতে দীনহীনতা' সম্বন্ধে ঈশ্বর তাঁদের শেখালেন। তাঁরা শিখলেন, তাঁদের অস্তিত্ব কিছু নয়; তাঁদের সাধারণ দেহ। তাঁরা শিখলেন, এবং পরে তাঁরা জানতে পারলেন, সাধারণ মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বর আশ্চর্য্য কাজ করতে পারেন, যখন সে নিজেকে কিছুরই মধ্যে গণ্য করে না। এই প্রথম স্বর্গসুখ সম্পর্কে শব্দান্তরে এক জনপ্রিয় অর্থপ্রকাশ সম্বন্ধে যীশু শিক্ষা দিলেন, "তোমরা ধন্য, যখন দড়ির প্রান্তে পৌঁছে যাও; প্রান্তসীমার কিঞ্চিৎ আগে রইলে ঈশ্বর ও তাঁর নিয়ম বেশী প্রযোজ্য হয়" (৫:৩)।

একটি কথায়, অনুগ্রহের দশা সম্পর্কে যীশুর বর্ণনা অনুযায়ী আত্মাতে দীনহীন মানে বিনম্রতা। এই বিনম্রতা শব্দের অর্থ বোঝা মুশকিল। যদি আপনার মনে হয় আপনি বিনম্র, হয়তো আপনি তা নন। এক মণ্ডলী তাদের পুরোহিতকে বিনয়ের জন্য এক পদক দিয়েছিল, কিন্তু তারা সেই পদক ফেরৎ নিল, কারণ তিনি প্রত্যেক রবিবারে পদকটি পরতেন। আমরা দেখাই, বিনম্রতা আমরা বুঝেছি, যখন প্রার্থনা করি ঃ "হে ঈশ্বর, আমার দ্বারা সমাধান নয়। আমি নিজের রকমারি সমস্যার সমাধান করতে পারি না, এবং নিশ্চিতভাবে অন্যদের সমস্যাগুলিরও সমাধান করতে পারি না। কিন্তু এখন আমি জানি, তুমি সমাধান করতে পারো! তুমি তাদেরও সমাধানকারী। যদি তুমি আমাতে থাকো ও তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে, তাহলে এক বহনকারী হওয়ার এবং আপনার সমাধানের সরণী হওয়ার কার্য ক্ষমতা আমার থাকে এবং লোকেদের কাছে ও তাদের বিবিধ সমস্যার দিকে আপনার উত্তর বর্ণনা করার দক্ষতা থাকে।"

যারা শোক করে

দ্বিতীয় আশিসধন্য মনোভাব হলো ঃ "ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে" (৫:৪)। যীশু আমাদের উদ্দেশে বহুমূল্য এক অনুশীলনী দিচ্ছেন। আমরা কি নিজেদের আশিসধন্য বিবেচনা করি, যখন শোকাতুর থাকি? আমাদের শোক থাকাকালীন আমাদের প্রতি বিশেষ আশিস ও সান্ত্বনা দিতে যীশু স্পষ্ট শপথ রেখেছেন। আসলে তিনি মূল্যবান ঘোষণাতে জানালেন ঃ শোকার্ত জন সান্ত্বনা পাবে!

চিরকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শলোমন যীশুর সঙ্গে সম্মত হয়ে লিখলেন ঃ : "ভোজের গৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপ-গৃহে যাওয়া ভাল, কেননা তাহা সকল মনুষ্যের শেষ গতি, এবং জীবিত লোক তাহাতে মনোনিবেশ করিবে। হাস্য হইতে মনস্তাপ ভাল, কারণ সুখের বিষণ্ণতায় হৃদয় প্রসন্ন হয়। জ্ঞানবানদের হৃদয় বিলাপ-গৃহে থাকে, কিন্তু হীন বুদ্ধিদের হৃদয় আমোদ-গৃহে থাকে.....সুখের দিনে সুখী হও, এবং দুঃখের দিনে দেখ, ঈশ্বর ইহা ও উহা পার্শ্বাপার্শ্বি রাখিয়াছেন, অভিপ্রায় এই, তাহার পর কি ঘটিবে, তাহার কিছুই যেন মনুষ্য জানিতে না পারে" (উপদেশক ৭:২-৪, ১৪)।

অন্য কথায়, "শোকার্ত জন আশিসধন্য।" শলোমন লিখছেন, আমাদের পক্ষে এ এক ভাবগম্ভীর অভিজ্ঞতা, যখন আমরা কবর-স্থানে যাই ও আমাদের প্রিয় জনের বা লোকান্তরিত জনের মৃতদেহ দেখি। আমরা ভাবাবেগে ডুবে যাই, কারণ আমরা জানি, এটি যদির বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের দেহ যখন প্রাণহীন হবে, আমাদেরও সমাধিস্থ হতে হবে। শলোমন ঘোষণা করছেন, আমাদের মূল্যায়ন অনন্ত মূল্যের সঙ্গে অধিক শ্রেণীবদ্ধ, ঈশ্বর যা আমাদের শেখাতে চান, যখন আমরা কবর দিতে যাই। সুতরাং আমোদ-গৃহে যাওয়ার চেয়ে বিলাপ-গৃহে যাওয়া ভাল।

কোন কোন সময় বিশ্বাসীরা ভ্রান্ত অপরাধ বোধ করে, যদি প্রিয় জনের মৃত্যুতে তারা শোকের চিহ্ন দেখায়, তাহলে তাঁদের বিশ্বাস দুর্বল। এক প্রিয় জনের সমাধি-স্থানে যীশু গেলেন ও রোদন করলেনঃ " তাহাতে যিহূদীরা কহিল, দেখ, ইনি তাঁহাকে কেমন ভালবাসিতেন!" (যোহন ১১:৩৫, ৩৬)। এই দ্বিতীয় আশিকধন্য স্বর্গসুখের প্রয়োগ ও প্রাথমিক বিশদ ব্যাখ্যা হল আমরা কখনই নিজ মনস্তাপ দমন করব না।

পৌল লিখলেন, যখন আমরা প্রিয় জনদের হারাই, যারা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসীদের মত আমরা যেন শোকার্ত না হই, হারানো প্রিয়জনকে পুনরায় দেখতে পাওয়া সম্পর্কে যাদের কোন আশা নেই (১ থিষলনীকীয় ৪:১৩)। দায়ূদ যখন এক পুত্র হারালেন, তিনি ঈশ্বরভয়শীল বিলাপের আশা ও দুঃখ ব্যক্ত করলেন। যখন তিনি বললেন ঃ "আমি তাহার কাছে যাইব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না" (২ শমূয়েল ১২:২৩)। আমাদের আশা হলো। আমরা সেই প্রিয়জনকে দেখতে পাব, যিনি স্বর্গে তাঁর প্রভু ও ত্রাণকর্তা রূপে যীশুখ্রীষ্টকে জেনেছেন। মোট

কথা, অনস্বীকার্য বাস্তবের ওপরে আমাদের বৈধ শোক প্রতিষ্ঠিত, কেননা ঐ প্রিয় জন বিহনে আমরা অবশিষ্ট জীবন কাটাব।

যদি আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা আমরা আবিষ্কার করতে চাই, যা আমাদের শোকের সময় যীশু-প্রতিজ্ঞাত, তাহলে ঈশ্বরকে সুযোগ দিতে হবে, আমাদের শোক তিন ভাবে কাজে লাগিয়ে তিনি যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন ঃ সর্ব প্রথমে, আমাদের শোক যেন এমন জায়গায় আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে আমরা সঠিক প্রশ্ন রাখতে পারি—সম্ভবতঃ জীবনে প্রথম বার আমরা কয়েকটি যথার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, বহু লোকেরা সারা জীবনে কখনই সঠিক প্রশ্ন করে না। পক্ষান্তরে, কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে, ঈশ্বর চান, যেন বিলাপ-কালে আমরা প্রশ্নগুলি তাঁকে শুধাই।

ইয়োব বিষয়টির এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর দশটি সন্তান, সমস্ত সম্পদ ও পরে তাঁর স্বাস্থ্য হারালেন। ইয়োবের মহা ক্ষতি সহ্য করার অভিজ্ঞতায় তিনি তাঁর শোকের প্রেরণায় এমন জায়গায় হাজির হলেন, যেখানে তিনি যথার্থ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করলেন। তিনি কয়েকটি মহৎ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, যেমন ঃ মানুষ মরে। সে ভূমিতে শায়িত হয়। তার আত্মা তাকে ছেড়ে যায়। সে প্রাণ ত্যাগ করে, এবং পরে সে কোথায় যায়? যদি একটি মানুষ মরে, সে কি পুনরায় বাঁচে? (ইয়োব ১৪:১০-১৪)। এগুলি যথার্থ প্রশ্নাবলীর উদাহরণ, ঈশ্বর চান, যেন এই প্রশ্নগুলি আমরা জিজ্ঞেস করি।

আমাদের শোক চলাকালীন দ্বিতীয় পথে যেভাবে ঈশ্বর আমাদের অনুপ্রাণিত করতে চান, তা হলো, শোক এমন জায়গায় আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে আমাদের সঠিক প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁর কাছ থেকে শুনি। ইয়োব তাঁর চরম দুর্দশায় তাঁর প্রশ্নের মহৎ উত্তর জানতে পারলেন, যখন তিনি মশীহের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করলেন। তিনি চিৎকার ক'রে বললেন ঃ "আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত;তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন" (ইয়োব ১৯:২৫)।

হয়তো ঈশ্বর আমাদের প্রতি অলৌকিক কোন প্রত্যাদেশ দেখাবেন না, যেমন ইয়োবকে আশ্বস্ত করেছিলেন; কিন্তু যেকোন সঠিক প্রশ্নাবলীর উত্তর বাইবেলে পরিপূর্ণ রয়েছে। আমার প্রিয় গীত হলো দায়ূদের মেষপালকত্বের গীত (২৩ গীত), যেখানে আমি অনেক উত্তর পাই।

আমাদের পক্ষে যীশু মহৎ উত্তর রাখলেন, যখন তিনি কবরস্থানে গেলেন ও অত্যন্ত রোদন করলেন। সমাধি-স্থানে এক প্রিয় জনের কান্নাশুনে যীশু তার কাছে এক আশ্চর্য্য বাণী শোনালেন ঃ "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না; ইহা কি বিশ্বাস কর?" (যোহন ১১:২৫, ২৬)।

সেই সমাধি-স্থানের আহ্বানের শেষে যীশুর প্রশ্ন তৃতীয় ভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানায়, যেন আমাদের শোকের সময় যীশুর আশিষধন্য প্রতিজ্ঞার দিকে আমরা ধাবিত হই।

শোকার্ত জনদের প্রতি যীশুর প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ ও আশ্বাস যদি আমরা আবিষ্কার করতে চাই, আমরা যেন শোকের প্রেরণায় সেই জায়গায় এসে পৌঁছাই, যেখানে নির্ভুল প্রশ্নগুলির দিকে ঈশ্বরের উত্তরগুলিতে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা জাগে।

যখন সঠিক কয়েকটি প্রশ্নে ঈশ্বরের উত্তর পাওয়া সম্পর্কে যীশুর প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ ও আশ্বাসকে বাইবেল বলে "পরিত্রাণ"। এই শব্দের সহজ অর্থ বোঝায় "মুক্তি"। পরিত্রাণ সম্পর্কে প্রারম্ভিক মুক্তি আমরা জানতে পারি, অথবা গভীর দুঃখ ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমরা আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা জানতে পারি, যখন আমাদের শোকের অনুপ্রেরণায় প্রশ্ন শুধাই, শুনি ও বিশ্বাস করি।

এই শিক্ষার প্রসঙ্গটি দ্বিতীয় স্বর্গসুখের অন্য তর্জমা ও প্রয়োগ প্রকাশ করে। এই অবসর যাপনে যীশুর পরিকল্পনা নিম্নরূপ, যথাঃ "পাহাড়ের নীচে নজর দাও। সেখানে সকল লোককে কি তোমরা দেখতে পাও? ঐ লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে। তোমরা কি আন্তরিকভাবে ভাবছ যে সেখানে গিয়ে তাদের কষ্টের সমাধানে অংশ নেবে, তাদের দুঃখপূর্ণ সমস্যাগুলির উত্তর বলবে ও নিজেরা কখনও দুঃখিত হবে না?" "সহানুভূতি" শব্দের মানে হলো "সহমর্মিতা"। লোকদের ক্লেশ আপনি কী ভাবে অনুভব করবেন, যদি আপনি কখনও ক্লিষ্ট না হয়ে থাকেন?

কেউ বলেছেন ঃ "এক জন সুসমাচার প্রচারক একটি ভিক্ষুক, যিনি অন্য ভিক্ষুককে খাদ্যের সন্ধান দেন।" এক আহত চিকিৎসক, যিনি আঘাত পেয়েছেন ও ঈশ্বর যাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, "তিনি তাঁর হৃদয়ের ব্যথা অন্য ব্যথিত জনকে বলেন, সান্ত্বনাদাতার হৃদিস আমি আপনাকে জানাই।" অনেক লোক আপনাকে বলবে, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে নি, যত দিন না একরাশ কষ্টের মোকাবিলা করলো ও কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পেলো। যখন সান্ত্বনাদাতাকে আবিষ্কার করতে তারা ধাবিত হলো, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের এক সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

এক জনপ্রিয় শব্দান্তর এই দ্বিতীয় স্বর্গসুখ উচ্চারণ করে ঃ "তোমরা ধন্য, যখন অনুভব করো অত্যন্ত প্রিয়জনকে হারিয়েছ। সেই মুহূর্তে এক জনের দ্বারা তোমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে পারো, যিনি তোমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়" (মথি ৫:৪ এর বার্তা)।

এই দ্বিতীয় স্বর্গসুখ অন্য এক অন্তর্দৃষ্টি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, যখন প্রথম স্বর্গসুখের সঙ্গে একে যুক্ত করি। আমরা প্রায়শই বিলাপ করি। যখন শিখতে পারি যে আমরা আত্মাকে দীনহীন। ব্যর্থতার ভয় অনেককে বিচলিত করে ও প্রেরণা দেয়, কারণ ব্যর্থ হওয়া সত্যি যাতনাময়। আমরা শোকার্ত হই, যখন ব্যর্থতা আসে। কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তা দিতে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা আসলে ঈশ্বরের অবলম্বন, অর্থাৎ ঈশ্বর বিনা আমরা কিছুই করতে পারি না। ব্যর্থতার যাতনাময় অভিজ্ঞতায় মোশি ও পিতর অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছিলেন, যখন তাঁরা শিখলেন ঈশ্বর পরাক্রম সহকারে তাঁদের ব্যবহার করার পূর্বে তাঁরা আত্মাতে দীনহীন ছিলেন।

মৃদুশীল

আমাদের সামনে যীশুর আনা পরবর্তী আশিসধন্য স্বর্গসুখ আমরা সবাই চাই ঃ "ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে"। মৃদুশীল বলতে কি বোঝায়? এই আটটি চমৎকার স্বর্গসুখের মধ্যে হয়তো মৃদুশীলতা সর্বাধিক ভুল বোঝা হয় ও অপপ্রয়োগ করা হয়। মৃদুশীলতা দুর্বলতা নয়। যীশু আমাদের বলেছেন ঃ " আমি মৃদুশীল" (মথি ১১:২৯)। যখন আপনি শাস্ত্রের যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারেন, আপনার উপলব্ধি আসে যে তিনি এই অর্থে মৃদুশীল ছিলেন না, কেননা তিনি ধীর ও দুর্বল মানুষ ছিলেন।

পুরাতন নিয়মে মোশি সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ "ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সকল অপেক্ষা মোশি লোকটি অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন" (গণনাপুস্তক ১২:৩)। যখন আপনি পুরাতন নিয়ম পড়েন ও মোশি সম্বন্ধে জানতে পারেন, তিনি কি এক দুর্বল মানুষ হিসেবে আপনার মনে ছাপ ফেলেন? যীশুর মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, এবং মোশি দুর্বল ছিলেন না, কেননা তিনি মৃদুশীল ছিলেন।

বাইবেল ভিত্তিক "মৃদুশীল" শব্দের মধ্যে আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, যদি এক শক্তিশালী ঘোড়া সম্বন্ধে চিন্তা করি, যে ভেঙ্গে পড়ে না। এ এক অতি শক্তিশালী পশু, যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল। বিষয়টি সম্পর্কে পারদর্শী লোকেরা ঐ ঘোড়ার মাথার ওপরে সন্তর্পনে শরীর তুলবে, সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়ার মুখে সামান্য আঘাত দেবে! এবারে তারা ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপাবে। অবশেষে তারা যখন সেই পর্যায়ে পৌঁছাবে, যেখানে ঘোড়াটি আঘাত সইবে ও আঘাতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে, বল্গাধারী মানুষ সেই ঘোড়ার পিঠে বসবে, তখন ঘোড়ার স্বেচ্ছাচারিতা থাকবে না, অথবা সে বশীভূত হবে;তখনও ঘোড়া শক্তিশালী থাকলেও অবনত থাকবে।

দম্মেশকের পথে যখন পুনরুত্থিত খীষ্টের সঙ্গে তার্ষ নগরে শৌলের সাক্ষাৎ ঘটলো, শব্দান্তরে প্রভু শৌলকে শুধালেন ঃ "তুমি কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? আঘাতের বিপক্ষে তুমি রাশ টানছো কেন? এই নির্মম বাক্য তোমার জন্য প্রযোজ্য" (প্রেরিত ৯:৪, ৫)।

কিন্তু যখন তার্ষের শৌল প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "প্রভু, তোমার ইচ্ছায় আমাকে কী করতে হবে?" তিনি আঘাতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, যা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের জন্য পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের ইচ্ছা ছিল! অর্থাৎ ঐ সময় তার্ষের শৌল মৃদুশীল হলেন; এই অবনত দশাকে মৃদুশীলতা বলে।

যীশু ঘোষণা করলেন ঃ "আমি মৃদুশীল", যখন তিনি তাঁর মহত্তম আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন ঃ "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু" (মথি ১১:২৮-৩০)।

মৌলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ আমন্ত্রণের লেখনী ইঙ্গিত দেয় যে এইসকল শব্দগুচ্ছ তাদের উদ্দেশে ব্যক্ত হলো, যারা তাদের দুর্বহ বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েছিল।

যীশু তাঁর আমন্ত্রণে বোঝা বহনকারী লোকদের আমন্ত্রণ জানালেন, যেন তাঁর কাছে এসে তারা বোঝা, তাঁর হৃদয় তাঁর যোঁয়ালি সম্বন্ধে শিখে নেয়। তিনি চাইলেন, যেন তারা শেখে যে তাঁর বোঝা হাল্কা। (এটি বিস্ময়কর, যেহেতু আক্ষরিকভাবে তিনি তাঁর স্কন্ধে সারা বিশ্বকে বহন করলেন)। তিনি তাদের শেখাতে চাইলেন, তাঁর হৃদয় বিনম্র ও মৃদুশীল, এবং তিনি তাদের শেখাতে চাইলেন, এটি তাঁর যোঁয়ালি, যা বহন করে তাঁর হাল্কা বোঝা ও তাঁর সহজ জীবন।

একটি যোঁয়ালি বোঝা নয়। এটি একটি যন্ত্র, যা বলদের মত এক পশুর পক্ষে ভারী বোঝা বহন করার সম্ভাবনা আনে। আমরা অনেকে গরুর-গাড়ী দেখেছি, যার মধ্যে অনেক বোঝা চাপানো হয়, এবং গরু সেই গাড়ী টানে। এটি গরুর যোঁয়ালি, যার সহায়তায় এক শক্তিশালী পশু এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে বোঝাভরা গাড়ীকে গরু সহজে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এই সহজ ও সুগভীর রূপক মৃদুশীলতার বর্ণনা দেয়। মৃদুশীলতারূপ তৃতীয় স্বর্গসুখটি হল নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তি। অনিবার্যভাবে যীশু শিক্ষা দিলেন ঃ "আমি প্রতিদিন আমার স্কন্ধে আমার পিতার যোঁয়ালি বহন করি"। মনে রাখুন, তিনি বলেছেন ঃ "আমি সর্বদা তাঁহার (পিতার) সন্তোষজনক কার্য্য করি" (যোহন ৮:২৯)। এই যোঁয়ালি যীশু বহন করলেন। পিতার যোঁয়ালিতে তিনি সমর্পিত রইলেন, এবং তিনি পিতার দ্বারা একশো ভাগ নিয়ন্ত্রিত ছিলেন ও সময়ের দ্বারা একশো ভাগ বশীভূত ছিলেন। এটাই মৃদুশীলতার স্বর্গসুখ, যা যীশু তাঁর শিষ্যদের শেখাচ্ছেন।

একটি যোঁয়ালি যথোপযুক্ত থাকে, যখন ভাল ছুতোর মিস্ত্রীর দ্বারা ঘসে মেজে সেটাকে মসৃণ করা হয়; এর ফলে পশুর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। এতে জুড়ে দেওয়া বোঝা হাল্কা মনে হয়। যীশুর মত একটি ছুতোর মিস্ত্রীর তৈরি যোঁয়ালিগুলি যথোপযুক্ত, যেগুলির ভেতরের অংশ মসৃণ থাকে, যেন পশু বিরক্ত না হয়। মৃদুশীলতার স্বর্গসুখ যীশু শেখান, কেননা তিনি জানেন, প্রতিদিন যে যোঁয়ালি তিনি তাঁর স্কন্ধে রাখেন, তাদের পক্ষে তা বোঝা হাল্কা ও জীবন সহজ করবে, যারা যোঁয়ালি বিনা সংগ্রাম করছে।

যখন তিনি তৃতীয় স্বর্গসুখ শেখালেন, অনিবার্যভাবে বললেন ঃ "তোমাদের জীবন যাপন করার যথার্থ উপায় রয়েছে। যদি আমার মত তোমরা জীবন যাপন করো, তাহলে দেখতে পাবে যে তোমরা বোঝা বইতে, উদ্বেগ এড়াতে ও তোমাদের নানা সমস্যার সমাধানে নিঃশেষিত পর্যায়ে থাকবে না।" আসলে তিনি বলছিলেন ঃ "আমার মত তোমরাও জীবন গ্রহণ কর। যদি মৃদুশীলতারূপ আমার যোঁয়ালি তোমরা গ্রহণ করো, তোমরা জানতে পারবে, এটি তোমাদের বোঝা হাল্কা বানাবে, এবং তোমাদের সামনে যত ভীষণ সমস্যা আসুক না কেন, তোমাদের জীবন সহজ হবে।"

সংক্ষেপে বলা যায়, গিরিশৃঙ্গে তিনি কয়েক জনকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন ঃ "পাহাড়ের নীচের লোকেরা কষ্ট পাচ্ছিল, কেননা তারা জীবনের ভার বহন করতে শেখে নি। তারা বোঝা নিয়ে এগোতে পারে না, কারণ তাদের যোঁয়ালি নেই। কিন্তু যদি তোমরা আমার মূল্য স্বীকার করো, আমার মনোভাবগুলিতে জীবন যাপন করো, এবং আধ্যাত্মিক শাসনসমূহ দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে। আমার অনুসারী হলে আমি তোমাদের দেখাব, আমার বোঝা, আমার হৃদয় ও আমার যোঁয়ালি সম্পর্কে তোমরা যৎসামান্য শিখবে, যা তোমাদের চিত্তে বিশ্রাম নিয়ে আসবে।"

আমাদের চাহিদা বা আমার ইচ্ছার প্রতি মৃদুশীলতা হলো শৃঙ্খলা। "শিষ্য" শব্দ ও "নিয়মানুবর্তী" শব্দ একই মূল শব্দ থেকে আসে। যীশুর প্রতিজ্ঞা এই আশিসধন্য মনোভাবে সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ মৃদুশীল শিষ্য দেশের আধিকারী হবে। এর সহজ ভাবে দুটি বিষয় বোঝায়, যথা ঃ (১) আমরা আশা রাখতে পারি যীশুর এক শিষ্য নিয়মানুবর্তী মানুষ হবেন, এবং (২) যীশুর নিয়মানুবর্তী শিষ্য সব কিছু পায়, যখন তার স্কন্ধে যীশুর যোঁয়ালি থাকে ও তার জীবনে প্রতিদিন যীশুর পিতা থাকেন।

ধার্মিকতার জন্য যারা ক্ষুধিত ও তৃষিত

চতুর্থ আশিসধন্য মনোভাব হল ঃ "ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে" (মথি ৫:৬)। যখন আমরা মৃদুশীল হই, অথবা বলতে পারি যীশু আমাদের প্রভু ও তাঁর নিয়ন্ত্রণে জীবন সমর্পন করি, তখন যীশু আমাদের শিক্ষা দেন, এখন ধার্মিকতার জন্য আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসা থাকবে।

এখন নির্গত এক নমুনা আমাদের নজরে আসবে, অর্থাৎ এক জোড়া বা সংযুক্ত দুটি মনোভাব আমাদের জীবনে দেখা যাবে। আমরা শোকার্ত হই, যখন আত্মাতে দীনহীন হওয়া শিখি, এবং মৃদুশীল হলে ধার্মিক হওয়ার জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করি। ধার্মিকতা বলতে বোঝায় সঠিক আচরণ বা যথার্থ কাজ করা। ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হওয়া মানে সঠিক বিষয় জানবার জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করা—বিশেষভাবে আপনি যেন সঠিক বিষয় জানতে পাবেন।

দম্মেশকের পথে পৌল যে মুহূর্তে বিনয়ী হলেন, তিনি তাঁর পক্ষে সঠিক কাজ জানতে চাইলেন। যখন তিনি যীশুকে "প্রভু" বলে ডাকলেন ও তাঁর করণীয় বিষয়টি জানতে প্রভুকে শুধালেন, তিনি শুধুমাত্র বিনয়ী মনোভাব ব্যক্ত করলেন, না, ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হওয়ার অর্থ ও তাঁর আচরণে প্রকাশ পেল।

ধার্মিকতার মোড়কে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ অথবা যীশুর ক্রোধের হেতু সম্বন্ধে আমরা সুসমাচারে পড়ি যে ঈশ্বরের মন্দিরে ধর্মীয় নেতাদের কাজ সঠিক আচরণের বি পরীত ছিল। পিতার ইচ্ছা পান করতে যীশুর অনুরাগে নজর দিন। পরে উপলব্ধি করুন, সঠিক করণীয়ের পক্ষে এমন অনুরাগ থাকে, একেবারে মন্দ বিষয়ের মোকাবিলায় ও সঠিক পদক্ষেপ রাখতে যা তীব্র আকাঙ্খা দেখায়।

পর্বতে দত্ত এই উপদেশে ধার্মিকতার অনিবার্য গুরুত্বের ওপরে যীশুর জোরালো আবেদন লক্ষ্য করুন। অন্তিম স্বর্গসুখ হল ঃ "ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই" (মথি ৫:১০)। আটটি স্বর্গসুখের মধ্যে দুটিতে ধার্মিকতা সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তিনি শিক্ষা দিলেন ঃ "কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না" (৫:২০)। এ ছাড়া ছয় অধ্যায়ের সূচনায় তিনি শিক্ষা দিলেন ঃ "সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্মকর্ম করিও না।" ছয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে তিনি আবশ্যকতা শেখালেন। আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার উপসংহারে তিনি পৌঁছলেন, যখন প্রথম অগগণ্য আবশ্যকতা নির্দিষ্টভাবে বললেন ঃ "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতা বিষয়ে চেষ্টা কর....."(৬:৩৩)।

এই স্বর্গসুখে সংযুক্ত প্রতিজ্ঞা হলো, শিষ্যেরা ধার্মিকতায় পূর্ণ হবেন, যার জন্য তাঁরা ক্ষুধিত ও তৃষিত। মূল গ্রীক ভাষায় বলা হয়েছে, তাঁরা ধার্মিকতায় এত বেশি পূর্ণ হবেন যে এর দ্বারা তাঁরা মগ্ন হবেন। এর মানে ঈশ্বরীয় পবিত্র আত্মায় তাঁরা পরিপূর্ণ হবেন, যিনি ধার্মিক, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আধিক্যে তাঁরা তাঁদের করণীয় বিষয় ঈশ্বরের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে স্বর্গসুখ মানে এই নয়, "উল্লাস অন্বেষণে যারা ক্ষুধিত ও তৃষিত, তারা অত্যন্ত উল্লসিত হবে ও তাদের জীবন ধন্য হবে"। বিষয়টি এমন নয়, "ধন্য, যারা পূর্ণতা পেতে ক্ষুধিত ও তৃষিত।" এমনও বলা যাবে না যে "ধন্য, যারা উন্নতি লাভ, করার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, তারা অত্যন্ত উন্নত হবে।" তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিষয়টি তা নয়। স্বর্গসুখ এই প্রকার ঃ "যারা ধার্মিকতার অন্বেষণে ক্ষুধিত ও তৃষিত, তারা ধন্য।" প্রতিজ্ঞা অনুসারে তারা ন্যায্য বিবেচনায় ও সমবেদনায় পূর্ণ হবে, যেন সঠিক কাজ করতে পারে।

মহান বীরগণ, যাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন, যাঁরা ক্রীতদাসত্ব উচ্ছেদ করলেন, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি নিবেদিত শিষ্য ছিলেন। সঠিক করণীয়ের জন্য যেমন তাঁরা ক্ষুধিত ও তৃষিত ছিলেন, তেমনি অন্যায়ের বিরোধিতা করতেও তাঁদের তীব্র আকাঙ্খা ছিল। যাঁরা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন, যেমন মার্টিন লুথার কিং ও নেলসন ম্যান্ডেলা, তাঁরা জাতিভেদ প্রথার অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ঘোষণার দ্বারা ধার্মিকতার জন্য তাঁদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যক্ত করলেন। যদি বাইবেলের মাধ্যমে আপনি 'ধার্মিকতা' শব্দ বুঝতে চান, আপনি দেখবেন শাস্ত্রে যীশু অবিচল ছিলেন, যখন এই ধারণাতে তিনি জোরালো আবেদন রাখলেন, যে শিষ্যেরা ধার্মিকতায় পূর্ণ হলেন, অধার্মিকতার মোকাবিলা করার দ্বারা।

ধার্মিকতা সম্পর্কে আমার অন্যতম প্রিয় পদ ঃ "তোমার ধার্মিকতার বলি উৎসর্গ কর, আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ" (গীতসংহিতা ৪:৫)। গীত-রচয়িতা ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না, কারণ তিনি আমায় পূর্ণ মানুষ, যিনি সঠিক কর্মের জায়গায় যুক্তিযুক্ত কাজ করেন। তিনি সমাধান

করেন; বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আত্মদানই তাঁর সঠিক কর্ম। তখনই তিনি শান্তি পান ও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। এই মীমাংসার পক্ষে তাঁর প্রেরণা হলো, তিনি জানেন, তাঁর চারপাশের লোকেরা উত্তম বিষয়ের প্রত্যাশী। এমন একজনকে তারা পেতে চায়, যিনি যুক্তিযুক্ত কর্মের বদলে সঠিক কাজ করবেন।

যীশু যখন ব্যক্তিগত সাধুতা ও তাঁর শিষ্যদের ধার্মিকতায় জোর দিচ্ছিলেন, পাহাড়ের নীচের লোকদের দুর্দশা ও অখুশী থাকার একটি যুক্তি তিনি দেখালেন যে অন্যদের মত তারা জীবন যাপন করছে। তারা সঠিক করণীয়ের বদলে যুক্তিযুক্ত কর্মে লিপ্ত আছে।

কয়েক ডজন পদের মধ্য থেকে একটি পদ আমি অবশ্যই উল্লেখ করতে চাই, যেখানে ধার্মিকতা সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়েছে, ঈশ্বরের লোকেরা "ধার্মিকতা-বৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত তাঁহার ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া আখ্যাত হইবে" (যিশাইয় ৬১:৩)।

এ টি ঈশ্বরের পরিকল্পনা—অতএব, এই অবসর যাপনে যীশু আবশ্যক বোধে শিষ্যদের নিযুক্ত করলেন, যাঁরা সঠিক কর্মবাহী হিসেবে পাহাড়ের নীচে থাকা অসংখ্য লোকদের কাছে যাবেন, যে লোকেরা এই পৃথিবীর হারানো লোকদের প্রতিনিধি। তাঁর পরিকল্পনা হলো এই পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যেরা যেন ধার্মিকতা-বৃক্ষ রূপে রোপিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
"সক্রিয় মনোভাব"

(মথি ৫:৭-১২)

"ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে; ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ। কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।

"ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর ; কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাববাদিগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত" (মথি ৫:৭-১২)।

পর্বতে আরোহণ

আমার প্রিয় এক শিক্ষাবিদ্ লিখেছেন-স্বর্গসুখ এক পর্বতে আরোহণের মত প্রথম দশা দুটি — আত্মাতে দীনহীন ও শোকার্ত পর্বতের অর্ধেক পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যায়। মৃদুশীলতা

পথের ৩/৪ অংশে আমাদের পৌঁছে দেয়; যখন আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা জাগে, এবং আমরা ধার্মিকতায় পূর্ণ হই, আমরা গিরিশৃঙ্গে পৌঁছে যাই। অন্য কথায়, আমরা পাহাড়ে উঠতে পারি, যখন আগামী মনোভাবগুলি শিখতে পারি।

যখন শিষ্যেরা সেই মনোভাবগুলি শিখলেন, যেগুলির প্রেরণায় তাঁরা পাহাড়ে উঠলেন, পাহাড়ের অন্যদিকে লোকেদের কাছে যাওয়ার আগে তাঁরা কেমন মানুষ হলেন, এবং নীচের লোকদের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে কী কী মনোভাব শিখলেন? ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে তাঁরা কি ফরীশীদের মত হলেন? তাঁরা কি লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, এবং বিভিন্ন অধ্যায় ও পদ উদ্ধৃত করলেন, যেগুলো তাদের জানা লোকদের আচরণ দোষারোপ করে? সক্রিয় মনোভাব এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবে।

দয়াশীল

পঞ্চম আশিসধন্য মনোভাব ঃ "ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে" (৭পদ)। "দয়া" শব্দের অর্থ "নিঃশর্ত প্রেম।" যখন দায়ূদ লিখলেন আমার জীবনের সমুদয় দিন ঈশ্বরের দয়া আমার অনুচর হবে, এই অনুচর মানে আসলে "অনুসরণ।" দায়ূদ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেম তাঁর জীবনের সমুদয় দিন তাঁর অনুচর হবে (গীতসংহিতা ২৩:৬)।

যখন ইহুদী জাতি বাবিলীয় জয়ের বিষম ভয়ে আতংকিত ছিল, যিরমিয় বিলাপ পুস্তকটি লিখলেন। বিলাপ লিখবার সময় তিনি এক প্রত্যাদেশ পেলেন। অনিবার্যভাবে ঈশ্বর তাঁকে জানালেন ঃ "যিরমিয়! আমার লোকদের প্রতি প্রেম আমি কখনও থামাব না।" এবারে যিরমিয় লিখলেন ঃ "নূতন নূতন করুণা প্রতি প্রভাতে! তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ" (বিলাপ ৩:২৩)।

মালাখি ভাববাদী পুস্তকের দ্বিতীয় পদে সদাপ্রভু বলেছেন ঃ "আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন!" হোশেয় ভাববাদীর সমগ্র বাণী ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেম প্রকাশ করে। ঈশ্বর সর্বদা প্রেম করেছেন, এবং তিনিই নিঃশর্ত প্রেম (১ যোহন ৪:১৬)। আমাদের পাপরাশি হেতু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণে সর্ব প্রকার আশিস আনে, যা আমাদের প্রাপ্য নয়। এই স্বর্গসুখ সম্বন্ধে সুন্দর এক প্রতিশব্দ, যথাঃ "সেই লোকেরা আশিসধন্য, যারা ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেমে পরিপূর্ণ।"

উপলব্ধি করার পক্ষে বিস্ময়কর বিষয় হলো, বাইবেলে "দয়া" শব্দ ৩৬৬ বার রয়েছে, কারণ ঈশ্বর জানেন, লিপইয়ারগুলিতে অতিরিক্ত এক দিন সমেত প্রতিদিন আমাদের দয়া প্রয়োজন। ঈশ্বরের দয়া সম্পর্কে ঐ উল্লিখিত সংখ্যার দুশো আশি বার পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে। ঈশ্বর সর্বদা নিঃশর্ত প্রেমের এক ঈশ্বর হয়েছেন।

দয়াশীল সম্পর্কে যীশুর প্রতিজ্ঞা হলো "তারা দয়া পাবে" কথাটির অর্থ শুধু এই বোঝায় না যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা দয়া পাবে, এবং যাদের প্রতি দয়া দেখাবে, এটি বোঝায় না, তাদের প্রতি তারা ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেমের প্রণালী হবে, যাদের নিঃশর্ত প্রেম পাওয়া প্রয়োজন।

যদি আমরা গিরিশৃঙ্গ থেকে নীচে যেতে চাই ও আর্তজনদের তবে খ্রীষ্টের সমাধানে অংশী হতে চাই, তাহলে ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেমে আমাদের পরিপূর্ণ হতেই হবে। ঐ শিষ্যেরা, যাঁরা যীশুর সমাধানে ও মীমাংসায় সামিল হয়েছিলেন, তাঁরা আত্ম-ধার্মিক ফরীশী ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের নিঃশর্ত প্রেমের প্রণালী হয়েছিলেন। ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ যীশুর মতানুযায়ী ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ হওয়া বোঝায়।

নির্মলান্তঃকরণ

আমরা যখন প্রেম করি, আমাদের সেই প্রেমে প্রায়শই স্বার্থপর মনোভাব থাকে। এই কারণে পরবর্তী স্বর্গসুখ ঃ "ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" (৮ পদ)। যখন খ্রীষ্টের অনুগামীরা প্রেম করে, তার মানে এই নয় যে তারা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করছে। তারা প্রেম করে, কারণ পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্টের প্রেমে তারা পরিপূর্ণ, এবং তাদের মানোভাব বিশুদ্ধ।

এই স্বর্গসুখে "নির্মল" শব্দটি আসলে এক গ্রীক শব্দ, যেখান থেকে "নিষ্কাশিত" শব্দ পাই। শব্দটি অনুবাদিত হয় 'নির্মল' রূপে, যার প্রতিশব্দ যাকোব ব্যবহার করলেন (যাকোব ৪:৮)। এই স্বর্গসুখের নির্য্যাস হলো, যখন কোন শিষ্য ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেমে প্রেম করে, তার হৃদয় থেকে যে কোন স্বার্থান্বেষী মনোভাব নিষ্কাশিত হবে। ব্যক্তিগত আবেদন নিয়ে প্রতিদিন আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, যেন খ্রীষ্টের প্রেমের পরিবর্তে যদি অন্য কিছু আমাদের হৃদয়ে থাকে, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয় ধুয়ে মুছে দেন।

যখন মানুষের জন্য আমরা কোন ভাল কাজ করি, আমাদের মনোভাব সম্পর্কে তারা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে। কিন্তু যীশুর দয়াশীল শিষ্য তাদের বলবে, আমি আপনাদের ভালবাসি ঃ "খ্রীষ্টের প্রেমে আপনাদের প্রেম করার সুযোগ কাজে লাগানো বিনা আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছুই চাই না।"

যীশুর প্রতিজ্ঞা অনুসারে নির্মলান্তঃকরণ লোকেরা ঈশ্বরের দর্শন পাবে খ্রীষ্টের প্রেমে বিশুদ্ধ মনোভাবাপন্ন লোকেরা ঈশ্বরের দর্শন পাবে, কেননা তাদের ছড়ানো খ্রীষ্টের সকল প্রেম এ পৃথিবীর আর্তজনদের সর্বপ্রকার যন্ত্রণা লাঘবে প্রযোজ্য হবে। তাদের মাধ্যমে যখন ঈশ্বরের প্রেম প্রবাহিত হয়, তারা ঈশ্বরে থাকে ও ঈশ্বর তাদের মধ্যে থাকেন, এবং প্রেরিত প্রেম অনুসারে তা সাধিত হয় (১ যোহন ৪:১৬)।

মিলনকারী

সপ্তম স্বর্গসুখ ঃ "যাহারা মিলন করিয়া দেয়, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।" এই মনোভাবের নির্যাস হলো, কোন শিষ্য যখন যীশুর সমাধানে ও মীমাংসায় সামিল হয়, সে পুনর্মিলনের পরিষেবা করে। পাহাড়ের নীচে ভয়ানক সমস্যাগুলির অন্যতম উৎস হলো বিচ্ছিন্নতা। ঈশ্বর থেকে, অন্যদের কাছ থেকে, এমন কি নিজেদের কাছ থেকেও লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের আহ্বান দিচ্ছেন, যেন তাঁরা শেখেন ও গতিশীল মনোভাব পান, যা এই তিন দিকে পুনর্মিলনের আভিজ্ঞতা তাঁদের জানাবে, এবং পরে তাঁর পুনর্মিলনের পরিচর্যা করবেন, যখন জনতার কাছে ফিরে যাবেন।

পৌল শিখলেন, খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের অলৌকিক অভিজ্ঞতা যে শিষ্য জানতে পেরেছেন, তিনি বাণী বহন ও পুনর্মিলনের পরিচর্যাকরণ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত (২ করিন্থীয় ৫:১৪-৬:২)। ঐ পরিচ্ছেদের বুনিয়াদে এক ঈশতত্ত্ববিদ্ লিখেছেন ঃ "পুনর্মিলনকারীর ইচ্ছা এই, যেন পুনর্মিলিত মানুষ সেই প্রকার লোকেদের জীবনে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা হয় নি।" সপ্তম স্বর্গসুখ সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষানুসারে এটাই যীশুর সুপরিকল্পিত প্রভাব।

উৎসাহশূন্য যুদ্ধ চলাকালীন ভয়ানক দাসত্ব-শিবিরের এক শল্য-চিকিৎসক সাইবেরিয়াতে বিশ্বাসী হন। তাঁর মুক্তিদাতা ও প্রভু রূপে যীশুতে আস্থা রেখে বরিস কর্ণফিল্ড্ নামে এই শল্য-চিকিৎসক সংকল্পবদ্ধ হলেন, ঐ ভয়ানক স্থানে তিনি পুনর্মিলনের কাজ করবেন। এক রোগীর দেহে তিনি অস্ত্রোপচার করলেন, অস্ত্রোপচারের পরে যার কাছে তিনি খ্রীষ্টের পরিচয় জানালেন। তাঁর সাহসিকতার কাজের ফলে সেই রাতে শায়িত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর রোগী সুস্থ হলো ও দাসত্ব শিবিরের ভয়ংকরতা সম্বন্ধে সমগ্র বিশ্বকে জানালো। তার নাম ছিল আলেকজান্ডার সলঝেনিটসীন।

ঐ শল্য চিকিৎসক ও সমর্পিত শিষ্য কোন ভাবে জানতে পারলেন না যে তাঁর রোগী বিখ্যাত হলো ও আশ্চর্য্যজনক অনেক বই লিখলো। তিনি সহজভাবে সেই কাজ করছিলেন, সপ্তম স্বর্গসুখ প্রকাশ করার সময় যীশু যা শেখালেন। পুনর্মিলন সম্পর্কে এই পরিচর্যাকারীদের প্রতি যীশু প্রতিজ্ঞা কলেন—"তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।" ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ছিলেন, এবং তিনি এক (মিশনারি) ছিলেন। সামান্য বিস্ময় হলো, ঈশ্বর তাঁদের বিবেচনা করতেন, যাদের তিনি তাঁর পুত্র রূপে পাঠালেন। অবশ্য, ব্যাপক অর্থে তাঁরা ঈশ্বরের সন্তান, পুত্র, কন্যা রূপে বিবেচিত হলেন।

তাড়িত

"ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" আমি বলি, এই স্বর্গসুখগুলি জোড়ায় জোড়ায় আসে ও কার্যকরী হয়। সপ্তম স্বর্গসুখ অষ্টমটির সঙ্গে সংযুক্ত।

বরিস কর্ণফিল্ড্ তাঁর জীবন দিনে ও আলোকজান্ডার সলঝেনিটসীনের পক্ষে এক প্রতিনিধি হলেন। মণ্ডলীর ইতিহাস জুড়ে পুনর্মিলনের পরিচর্যাকারীদের একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই কারণে সপ্তম স্বর্গসুখ অনিবার্যভাবে বলে ঃ "পুনর্মিলনের প্রতিনিধিরা আশিসধন্য", এবং অষ্টম স্বর্গসুখ ঃ "ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" পুনির্মলনের পরিচর্যার জন্য যারা তাড়িত হয়েছে, তাদের হৃদয়ে রাজার শাসন প্রকৃতরূপে স্বীকার করছে, যদিও তাদের অনেককে জীবন দিতে হচ্ছে।

লক্ষ্য করুন যে বিষয়টি শুধুমাত্র "তাড়িতরাই আশিসধন্য নয়"— এর সহজ যুক্তি হলো তাড়না এলেই আশীর্বাদ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আসলে "তারা ধন্য হবে, ধার্মিকতার জন্য যাদের জীবনে তাড়না আসবে।" কেননা যারা সুসমাচার প্রচার করে—যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে নিজেদের পরিচিতি ব্যক্ত করে, তারা তাড়িত হবে। এই দুটি স্বর্গসুখ কেন একত্রে আসে, তা বুঝে দেখুন।

পুনর্মিলনকারী পরিচর্যাকারীরা তাড়িত হয়। কারণ বিবাদ ও বিচ্ছেদের কেন্দ্রে পরিকল্পিতভাবে তাঁদের রাখা হয়। তাঁরা সেখানে যান, যেখানে বিচ্ছিন্ন লোকেরা পরস্পর ঝগড়া করে। বিশ্বের অগ্নিগর্ভ স্থানগুলি সম্পর্কে চিন্তা করুন, যেমন মধ্য-প্রাচ্য বা অন্য কোন স্থান, যেখানে গভীর বিবাদ রয়েছে। পুনির্মিলনকারী পরিচর্যাকারীরা ঐ সকল স্থানে যান, যেখানে ভীষণ ভয় থাকে।

যীশু এই আটটি চমৎকার মনোভাব শেখালেন, এবং পরে এগারো পদে মনোভাবগুলি প্রয়োগের কথা শুরু করলেন। অষ্টম স্বর্গসুখে উচ্চারণ ভঙ্গী লক্ষ্য করুন—এরা ধন্য, ওরা ধন্য। এগুলো সাধারণ ও সকলের জন্য। কিন্তু এগারো পদের সূচনায় তিনি বললেন ঃ "ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে।"

চারপাশে বসা শিষ্যদের প্রতি যীশু সুখ ফিরিয়ে দিলেন এবং এখন তিনি তাঁর বচনে ব্যক্তিগত ভাব দেখালেন। আটটি স্বর্গসুখের আবেদন এখানে শুরু হলো, এবং স্বর্গসুখগুলির শিক্ষা এই শিক্ষণীয় বিষয়ের অবশিষ্ট অংশে এবারে প্রয়োগ করা হবে।

আমরা ভাবতে পারি, যদি আজকের পৃথিবীতে এই প্রকার চমৎকার মনোভাবাপন্ন লোকেরা থাকতো, তাহলে পৃথিবী তাদের প্রশংসায় মুখরিত হতো। পক্ষান্তরে, এই শেষ স্বর্গসুখগুলি আমাদের বলে, তাঁর সর্ব প্রকার আশিসধন্য মনোভাব হেতু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য তাড়িত হয়। কেন?

প্রশ্নটির উত্তর হলো এই মনোভাবাপন্ন শিষ্য এক আদর্শ নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয়, যাদের এই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। যখন উক্ত মনোভাবাপন্ন শিষ্যের জীবনের সামনে এই জগতের লোকেরা হাজির হয়, তাদের দুটো মনোনয়ন থাকে ঃ উচিত মতে জীবন যাপন করার এই আদর্শ তারা মেনে নেয়, এবং আশিসধন্য মনোভাবের আকাঙ্খী হয়, যেন যথার্থ জীবন যাপন করতে পারে, অথবা সেই শিষ্যের প্রতি তারা আক্রমণ করে, যিনি যীশু খ্রীষ্টের মনস্কতা ও মান

সম্পর্কিত আদর্শ স্থাপন করেন। দুই হাজার বছরের বেশি সময় যাবৎ ঈশ্বরবিহীন জগৎ দ্বিতীয় মনোনয়ন অনুশীলন করে থাকে।

আটটি স্বর্গসুখের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

এই আট টি আশিসধন্য মনোভাবই উপদেশ, এবং এই শিক্ষার অবশিষ্ট অংশ উপদেশ অবলম্বনে তাঁর প্রয়োগ। এই উপদেশের প্রসঙ্গটি খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার ফলে জড়িত সমস্যাগুলির সম্পর্কে মথির ভাষান্তর উপস্থাপিত হয়েছে। মথির লিপি অনুসারে খ্রীষ্টিয়ান হওয়া মানে এই নয় যে আপনার জন্য যীশু কিছু করতে চলেছেন। এর আসল অর্থ, যীশুর জন্য আপনি কী করতে চলেছেন? আপনি কি সমস্যার অংশ অথবা যীশুর সমাধানের অংশ? আপনি কি তাঁর মীমাংসাগুলির একটি অথবা শুধু অন্য এক প্রশ্নবাচক চিহ্ন?"

আশিসধন্য মনোভাবগুলি খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার চরিত্র ব্যক্ত করে। চারটি রূপক উপমা, যথাঃ লবণ, দীপ্তি, নগর, প্রদীপ-যেগুলি স্বর্গসুখের অনুসারী—সেগুলি এর অন্তর্ভুক্ত আহ্বান জানায়, যখন খ্রীষ্টীয় চরিত্র সাধারণ সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলে।

এটি যেন চতুর্থ ও পঞ্চম স্বর্গসুখের মাঝে এক অনুমানিক "আধ্যাত্মিক নিরক্ষরেখা"। এই আটটি স্বর্গসুখ চারটি হিসেবে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম চারটি স্বর্গসুখে খ্রীষ্টের কাছে আসার মনোভাব থাকে, এবং দ্বিতীয় চারটি স্বর্গসুখে খ্রীষ্টের পক্ষে সক্রিয় হওয়ার মনোভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ থাকে। প্রথম চারটি স্বর্গসুখ পর্বত-শিখরে বিকশিত হয়, অথবা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় চারটি স্বর্গসুখ আমাদের শিখতেই হবে ও লোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ার দ্বারা বিকশিত করতে হবে।

স্বর্গসুখগুলি চারটি জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত রয়েছে, যেমন ঃ আত্মাতে দীনহীন ও শোকার্ত জন; মৃদুশীল এবং ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত; দয়াশীল ও নির্মলান্তঃকরণ; মিলনকারী ও তাড়িত জন।

প্রত্যেক জোড়া এক আধ্যাত্মিক রহস্য চিত্রায়িত করে এবং যীশুর সমাধানে ও মীমাংসায় অংশী হওয়ার আগে প্রত্যেক শিষ্যকে ঐ রহস্য শিখতে হবে। "আত্মাতে দীনহীন" ও "শোকার্ত জন" এই প্রথম দুটি অন্তর্দৃষ্টি, বর্ণনা করে ঃ "আমি কী করতে পারি, তা নয়, কিন্তু যীশু কী করতে পারেন, সেটাই আসল কথা।"

দ্বিতীয় জোড়া—"মৃদুশীল, এবং ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত"— এর আধ্যাত্মিক গোপন কথা এই প্রকার, যথা ঃ "আমি কী চাই, তা নয়, কিন্তু যীশুর আকাঙ্খা আমায় জানতে হবে।" তৃতীয় জোড়া—"দয়াশীল ও নির্মলান্তঃকরণ" এটি এই আধ্যাত্মিক রহস্য প্রতিনিধিত্ব করে, যথা ঃ "আমি কে বা কী আলোচ্য নয়, কিন্তু যীশু কে ও কী, তা আমার জানা আবশ্যক।"

চতুর্থ জোড়া—"মিলনকারী ও তাড়িত জন" আধ্যাত্মিক রহস্যটি আলোকপাত করে, যা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, যখন খ্রীষ্ট আমাদের ব্যবহার করেন— অর্থাৎ "আমি কোন কিছু করিনি, কিন্তু খ্রীষ্ট কর্ম সম্পন্ন করলেন।" করিন্থীয়দের উদ্দেশে প্রেরিত পৌল লিখলেন, তাদের নগরে যখন তিনি গতিশীল পরিচর্যা করলেন, তাঁর কাছ থেকে নয়, কিন্তু সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল (২ করিন্থীয় ৩:৫)।

"ধন্য" শব্দটি বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন অনুবাদে এর মানে "আনন্দিত" বলা হয়েছে। "উল্লাস" এর সমার্থক শব্দ, যা আত্মার ফল (গালাতীয় ৫:২২, ২৩)। এই আশিসধন্য উল্লাসের প্রতিশব্দ 'আনন্দ' হতে পারে, যা উত্তম অনুভূতি জাগায় না, কারণ ধন্য হওয়া বিষয়টি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি থেকে আমাদের জীবনে আসে, যা পরিস্থিতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

"আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত" হওয়াতে আর এক ভাবে "ধন্য" শব্দটি তর্জমা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি মানে আর্থিক সম্পদ নয়। যদি আর্থিক উন্নতি ধন্য হওয়া সংজ্ঞা হয়, তাহলে কোন প্রেরিত ধন্য হতে পারেন নি। যেহেতু যীশু কথিত এই স্বর্গসুখগুলিতে তাঁরা জীবন যাপন করলেন, তাই তাঁরা ধনী ছিলেন না, যখন ভয়ানক মৃত্যু ভোগ করলেন।

তৃতীয় অধ্যায়
"বেড়ার খুঁটির ওপরে একটি ঘুঘু"

(মথি ৫:১৩-১৬)

যীশু চার প্রকার গভীর রূপক উপমা সমেত খ্রীষ্ট-সদৃশ চরিত্রের জীবনী দেখালেন, যা সেই ঘটনা আমাদের জানালো, যখন বিধর্মী সংস্কৃতিতে তাঁর স্বর্গসুখ দ্বারা তিনি চারিত্রিক জীবনের প্রভাব রাখলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন ঃ "তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্য্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা জগতের দীপ্তি; পর্বতের উপরে স্থিতনগর গুপ্ত থাকিতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল লোককে আলো দেয়। তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে" (মথি ৫:১৩-১৬)।

পৃথিবীর লবণ

এই চারটি রূপক উপমা সহকারে মহৎ উপদেশের বিভাগ প্রয়োগ করা সম্বন্ধে যীশু কথা বলা শুরু করলেন। এই মনোভাববিশিষ্ট শিষ্যের প্রথম রূপক উপমা হলো পৃথিবীর লবণ।

মৌলিক ভাষায় আক্ষরিকভাবে ঃ "তোমরা, শুধু তোমরা পৃথিবীর লবণ।"

যে ঘটনার ভিত্তিতে এই রূপকের তর্জমা ও প্রয়োগ করা হয়, তা হলো, যীশু সময়ে কোন শীতলকারক যন্ত্র ছিল না। কেবল একটি উপায়ে অর্থাৎ লবণ মাখিয়ে লোকেরা মাছ বা মাংস সংরক্ষণ করতো। ঐ সময় যীশু তাঁর শিষ্য ও জগৎ সম্বন্ধে ঘোষণা করলেন; তিনি বললেন, খারাপ মাংসের মত পৃথিবীতে পচন ধরেছে ও নৈতিক অধ:পতন থেকে জগতের মানুষকে রক্ষা করার জন্য শিষ্যেরা যেন লবণের মত ব্যবহৃত হয়। কেবল এক টি উপায়ে ভ্রষ্টাচার থেকে শিষ্যেরা জগতকে রক্ষা করতে পারেন, যদি এই জগতের লোকের সমাজে তাঁরা নিজেদেরকে মিশিয়ে দেন। খ্রীষ্টীয় চরিত্রে 'লবণের' প্রভাব থাকলে নৈতিক নোংরামী থেকে জগতকে সংরক্ষিত করা যাবে।

অন্য তর্জমা ও প্রয়োগ থেকে যীশু বোঝাতে চাইলেন, অর্থাৎ যে ঘটনার বুনিয়াদে তিনি পৃথিবীর লবণ সম্বন্ধে রূপক উপমা দিলেন, তা হলো, "লবণ-অর্থ" শব্দ থেকে "বেতন" শব্দ আসে। রোমীয় সাম্রাজ্যের দিনগুলিতে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রোমীয়েরা জানতো যে লবণ বিনা কোন জীবিত প্রাণী বাঁচতে পারে না। অতএব, তারা পৃথিবীর লবণ নিয়ন্ত্রিত রাখলো। লবণের নিক্তিতে তারা তাদের ক্রীতদাসদের বেতন দিল।

এবারে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যে লোকেরা পাহাড়ের নীচে রয়েছে, তাদের জীবন নেই। যদি তোমরা আমার কথা বুঝেছ, বিশ্বাস করেছ, তাহলে আটটি স্বর্গসুখ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জীবন প্রয়োগ করো, তাহলে তোমরা জীবন পাবে, আশীর্বাদের উৎস হবে, যেখান থেকে লোকেরা জীবন পাবে, সংরক্ষণ করবে ও সার্থক জীবন যাপন করতে পারবে। অতএব, কেবল তোমাদের মাধ্যমে লোকেরা জীবনের সন্ধান পাবে।"

যীশুর দ্বারা অনুপ্রাণিত সর্বপ্রকার রূপক উপমার মত গভীর আবেদন অধিক সংখ্যায় রয়েছে। যেগুলি আপনি প্রতিফলিত করেন ও মগ্ন থাকেন। লবণ দ্বারা মানুষ তৃষিত হয় ও সর্বসাধারণ শিষ্যদের দ্বারা তৃষিত হয়, যা সে খ্রীষ্টে আবিষ্কার করেছে। লবণ রিক্তি জন্মায়, যখন এর প্রভাবে পাপময় লোকেরা ব্যথা পায়। একই ভাবে যীশুর এক শিষ্য বিরক্তির কারণ হয়, যখন সে এক পাপীর মত জীবন যাপন করে। লবণের মধ্যে পরিচ্ছন্ন করার ও নিরাময় প্রদানের গুণ রয়েছে, এবং যে শিষ্য যীশুর শিক্ষা অনুসারে স্বর্গসুখ জীবন যাপন করে, সে তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখে, যাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় ও এই পৃথিবীকে জানতে পারে।

সংস্কৃতি কী? সংস্কৃতি একটি শব্দ যার অর্থ "এক আঙ্গিকে আমরা বিভিন্ন কাজ করি।" সংস্কৃতি বদলে দিতে, বিপ্লব ধর্মী সংস্কৃতি আনবার জন্য যীশু পৃথিবীতে এলেন। মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা তাঁর যথাসাধ্য কৌশল সুস্পষ্ট, যদি আমরা বুঝতে পারি যীশু কী বোঝাতে চাইলেন, যখন তিনি শিষ্যদের বললেন ঃ "তোমরা, কেবল তোমরা পৃথিবীর লবণ।"

কোন কোন সময় বিশ্বাসীরা মনের মধ্যে দুর্গ তৈরি করে, লুকিয়ে থাকে ও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। এই পৃথিবীর লোকদের প্রতি আমরা লবণাক্ত প্রভাব রাখতে পারি না, যদি "লবণ নিয়ে নাড়াচাড়া করি"। প্রভাব ফেলা যাবে তখনই, যখন এই পৃথিবীর লোকদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করি, অর্থাৎ খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে বিভিন্ন মনোভাব তাদের দেখাতে পারি, কেননা ঈশ্বর-দত্ত অনুগ্রহ দ্বারা আমরা এই মনোভাবগুলি প্রতিফলিত করতে পারি।

যীশু যখন তাঁর প্রেরিতদের জন্য প্রার্থনা করলেন, তিনি পিতাকে অনুনয় করলেন, তুমি পৃথিবী থেকে এদের নিয়ে যেও না (যোহন ১৭:১৫)। আমাদের প্রভু নিদেনপক্ষে এক উপায় কঠিন বাস্তবের মধ্যে লবণ ছড়াচ্ছেন, অর্থাৎ আমাদের পরিবারের দিকে আমরা যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। এই ভাবে হারানো লোকদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক গড়ি, এবং খ্রীষ্ট-সদৃশ মনোভাবাগুলি প্রতিফলিত করি। এছাড়া মণ্ডলীর ইতিহাস জুড়ে নির্যাতনের মাঝে তিনি তা ক'রে দেখালেন।

বিদেশে থাকাকালীন মিশনারিদের "সুরক্ষিত মানসিকতা" সম্বন্ধে এক মিশনারি-রাজপুরুষের সোজা কথা আমি শুনতে পেলাম। তিনি বলেছেন ঃ "মিশনারিরা যেন জমির সার। যখন তাঁরা একত্রিত হন, তাঁরা দুর্গন্ধ ছড়ান; যখন তাঁরা চারাপশে ছড়িয়ে পড়েন, তখন যৎসামান্য উত্তম কাজ করেন।"

ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা আপনি কি পৃথিবীর লবণ? খ্রীষ্ট আপনাকে যে অলৌকিক মনোভাবগুলিতে বিভূষিত করেছেন, আপনি কি সেগুলির সহযোগে সাক্ষাৎকারী মানুষ জনদের আন্দোলিত করছেন? যদি আপনি নিজেকে যীশুর শিষ্য বলেন, এবং সেই বিস্ময় আপনার জীবনে না দেখা যায়, তাহলে এখানে এক ভীতিজনক চেতনা-বাণী দেওয়া হচ্ছে। যীশুর মতানুসারে আপনি এক অপদার্থ! আপনাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে ও লোকের পদতলে আপনি দলিত হবেন। এটি যীশুর অন্যতম কড়া মন্তব্য।

লবণ ও দীপ্তি এই দুটি রূপক উপমা ইঙ্গিতও দেয় যে যীশুর শিষ্যেরা পরিবর্তিত হয়েছে। মাংসের সঙ্গে মাংস ঘর্ষিত হলে সেই মাংসকে পচন থেকে সুরক্ষা করা যায় না। লবণযুক্ত শিষ্য তাদের দ্বারা প্রভাবিত লোকদের চেয়ে ভিন্ন প্রকার হবে। এই উপমার অন্য প্রয়োগ হলো, লবণযুক্ত শিষ্য অন্যদের তৃষ্ণার্ত করে, কারণ খ্রীষ্টে তার অভিজ্ঞতা সেই প্রকার। মানুষের জীবনে সেই প্রভাব আনবার জন্য আমাদের পরিবর্তিত ও অনন্য হতে হবে। এই অধ্যায়ের শেষে যীশু জানতে চাইবেন ঃ "অন্যদের চেয়ে তোমাদের কোন্ কাজ অতিরিক্ত?" (৪৭ পদ)। যীশুর স্বর্গসুখগুলি সেই ভিন্নতা দেখায় ও যীশুর প্রশ্নের উত্তর দেয়।

জগতের দীপ্তি

দ্বিতীয় উপমাটিও তাঁর শিষ্য ও বিশ্ব সম্পর্কে এক উক্তি। পুনরায় আক্ষরিক শব্দে যীশু বলছেন ঃ "তোমরা, শুধু তোমরা জগতের দীপ্তি।" যখন যীশু ঐ অসংখ্য জনতার দিকে

তাকিয়ে রোদন করলেন, চিন্তার অতীত সমবেদনা তাঁকে নাড়া দিল, কেননা ওরা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল (৯:৩৬)। ওরা বাম হস্ত থেকে দক্ষিণ হস্তের কর্ম জানতো না। তাদের দীপ্তি ছিল না। ঠিক যেমন শিষ্যেরা ছিলেন একমাত্র লবণ, যাঁরা জীবন দিতে ও সংরক্ষণ করতে পারলেন, গণনাতীত লোকদের পক্ষেও তাঁরাই দীপ্তির উৎস।

তাঁর তিন বৎসর প্রকাশ্য পরিচর্যার শেষে যীশু তাঁর মহাযাজকত্বের প্রার্থনা নিবেদন করলেন, যা যোহন লিখিত সুসমাচার ১৭ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। সেই প্রার্থনায় পৃথিবী সম্পর্কে যীশু উনিশ বার উল্লেখ করলেন। তাঁর হৃদয়ে পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা ছিল! তবু তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "আমি তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি; জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না, কিন্তু যে সকল আমাকে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত; কেননা তাহারা তোমারই" (যোহন ১৭:৯)।

কেবল তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে এই জগৎ আলো পাবে। পাত্রে রাখা লবণ যেমন জগতকে প্রভাবিত করতে পারে না, তেমনি তমসাচ্ছন্ন স্থানগুলিতে তাঁর শিষ্যদের যেতেই হবে, অর্থাৎ শিষ্য হিসেবে আমরা আলো দেব, ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত আলো হয়ে আঁধারে ঝলমল করবো। যদি আপনার পরিবারে, কর্মস্থলে, প্রতিবেশীদের মধ্যে, গ্রামে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আপনি একজন বিশ্বাসী থাকেন, তাহলে মনে রাখবেন, বড় আকারের দীপাধারে পঞ্চাশটি প্রদীপের একটি প্রদীপ অপেক্ষা আঁধারে, একটি প্রদীপের মূল্য বেশি। যদি আপনি একমাত্র বিশ্বাসী থাকেন, তাহলে আপনাকে জানতে হবে, এর মানে পরিকল্পিতভাবে আপনাকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে, এবং আপার পরিমণ্ডলে পরিচিতি জনদের জন্য আপনি, শুধু আপনি দীপ্তিস্বরূপ।

যখন যীশু আদেশ দিলেন ঃ "তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে", তিনি জানতেন, তাঁদের উপলব্ধি হবে যে তিনি তাঁদের প্রদীপ অবশ্যই জ্বালিয়ে দিয়েছেন, অন্যথায় তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে কখনও এই কাজ করতে পারতেন না (মথি ৫:১৬)।

এক দীপাধারে একটি প্রদীপ

এটি ব্যতিক্রমী এক সুগভীর উপমা। আমাদের প্রতি যীশু সুস্পষ্ট তর্জমা ও আবেদন রাখেন, যখন তিনি দেখেন, ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালানো হলে তা ঝুড়ির নীচে নয়, কিন্তু দীপাধারে রাখা হয়। অতএব, আমরা যেন কোন বিষয়ের দ্বারা আমাদের সাক্ষ্য চাপা দিয়ে না রাখি, যেখানে অন্ধকারে সাক্ষ্যের কোন প্রভাব থাকবে না।

প্রদীপের নিজস্ব বিস্মৃতি না থাকলে আলো উৎপন্ন করা অসম্ভব। একমাত্র উপায়ে প্রদীপ সুরক্ষিত বা সংরক্ষিত থাকবে, যদি প্রদীপের আলো নির্বাপিত হয়। যীশু অনিবার্যভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ "তোমরা আমার শিষ্য হওয়ার আগে নির্বাপিত প্রদীপের মত ছিলে। কিন্তু এখন খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার সংকট জেনেছ বলে তোমাদের প্রদীপ জ্বলছে। আমি তোমাদের জীবন-প্রদীপ

জ্বালিয়েছি, এবং যখনই আমি একটি প্রদীপ জ্বালাই, একটি দীপাধার রাখি, যার ওপরে পরিকল্পিতভাবে সেই প্রদীপ স্থাপন করি।"

তিন বৎসর তাঁদের সঙ্গে অতিবাহিত করার পরে সেই প্রেরিতদের উদ্দেশে যীশু বললেন ঃ "তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান্ হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে...." (যোহন ১৫:১৬)। "নিযুক্ত" শব্দটির গ্রীক অনুবাদ হলো "পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত।" গ্রীক শব্দটি বাইবেলে শুধু মাত্র তিন বার পাওয়া যায়। আক্ষরিকভাবে, যীশু বলছেন ঃ "অনিবার্যভাবে আমি তোমাদের মনোনীত করেছি ও সুকৌশলে স্থান বেছে রেখেছি, যেন তোমরা সেখানে ফলবান হও।"

আপনি কি কোন বেড়ার খুঁটিতে কখনও একটি ঘুঘুকে বসে থাকতে দেখেছেন? কোনো সময় একটি বেড়ার খুঁটিতে ঘুঘু বসে থাকতে দেখলে নিশ্চিভাবে জানবেন পাখীটা নিজে গিয়ে সেখানে বসে নি; কেউ তাকে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে, কেননা ঘুঘু ঘুঁটির ওপরে উঠতে পারে না! খ্রীষ্টের প্রত্যেক সত্যিকার অনুগামীর যেন খুঁটির ওপরে বসে থাকা ঘুঘুর মত অনুভূতি থাকে। আমরা চারদিকে নজর দেব, এবং এই পৃথিবীতে সুকৌশলে আমাদের অবস্থান উপলব্ধি করবো, খুঁটিতে বসে থাকা ঘুঘুর মত চিন্তা করবো, জোর গলায় বলবো ঃ "আমি যেখানে আছি, সেখানে আসতে পারতাম না, যদি খ্রীষ্ট আমাকে এখানে না স্থাপন করতেন।"

পর্বতের ওপরে এক নগর

চতুর্থ রূপক উপমা ঃ "পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না" (১৪ পদ)। যীশু তাঁর শিক্ষা জোরদার করতে এবারে পুনরাবৃত্তি করছেন, অর্থাৎ যখন আমাদের জীবনে আটটি স্বর্গসুখ থাকে ঝুপড়ি দিয়ে ঢেকে রাখবার মত আমরা সেগুলি লুকিয়ে রাখতে পারবো না। যীশু খ্রীষ্টের এক গোপন শিষ্য হিসেবে আসলে কোন কিছু নেই। যীশু কার্যতঃ সেটি অসম্ভব দেখিয়েছেন, যখন প্রত্যেক জনকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য যীশু তাঁর শিষ্যদের এই কর্মভার অর্পণ করলেন, যাঁরা তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন (মথি ২৮:১৮-২০)।

এখানে যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন, যদি আমরা পৃথিবীর লবণ ও জগতের দীপ্তি হই, তাহলে সেই আশিসধন্য বাস্তবে আমরা লুকিয়ে রাখতে পারি না। সাক্ষ্যদানের ভূমিকাকে তিনি উচ্চ মূল্য দিলেন। এই চারটি রূপক উপমা সেই বাস্তবতায় জোর দেয় যে আমাদের সাক্ষ্যদান অপেক্ষা আমাদের আসল রূপটাই চিন্তনীয়। আমরা লবণ, দীপ্তি, প্রদীপ ও পর্বতের ওপরে স্থাপিত এক নগর। মার্ক তাঁর সুসমাচারে আমাদের বলেন, যীশুর সঙ্গ পেতে লোকেরা এত উৎসুক ছিল যে ঈশ্বরের সঙ্গে কিছু সময় একলা কাটাবার জন্য তিনি নিরালা স্থান খুঁজে পেতে চাইলেন, কেননা ঈশ্বরকে গুপ্ত রাখা গেল না (মার্ক ৭:২৪)।

যীশু আমাদের বলেছেন, যেন স্বর্গসুখগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখি। এই উপমাগুলির মাধ্যমে তিনি অনিবার্যভাবে বলছেন, "এখন চারিপাশে নজর দাও, তোমার পরিমণ্ডলের চারদিক্ অবলোকন করো, এবং অন্তর্ভুক্ত আহ্বানে নিজেদের জড়াও, যখন আমার অনুগ্রহ দ্বারা গঠিত এক চরিত্র দুর্নীতিযুক্ত সংস্কৃতিতে, জীবনবিহীন এক ঐতিহ্যে, তমসাময় আচরণে প্রভাব ফেলবে।"

চতুর্থ অধ্যায়
"পরস্পর সম্পর্কিত ধার্মিকতা"

(মথি ৫:১৭-৪৮)

"মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে মহান্ বলা যাইবে।

"কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না" (৫:১৭-২০)।

পর্বতে দত্ত উপদেশের দীর্ঘতম ও অতি জটিল বিভাগের এবারে আমরা সমীপবর্তী হই (মথি ৫:১৭-৪৮)। যীশু পরিচ্ছেদটির সূচনায় ঈশ্বরের বিধানে ও ব্যক্তিগত ধার্মিকতায় তাঁর পৌঁছনো সম্পর্কে জোরালো ভাব ঘোষণা করলেন। কোন কোন মানুষ ভ্রান্ত ভাবে চিন্তা করে, এই পদগুলিতে যীশু মোশির বিরোধিতা করছিলেন। অতএব, তাদের প্রশ্ন ঃ "পুরাতন নিয়ম পড়বো কেন, যখন যীশু পুরাতন নিয়মকে সেকেলে বিবেচনা করলেন?" যীশু পুরাতন নিয়মকে সেকেলে বলেন নি। তিনি এই পদগুলিতে মোশির বিরোধিতা করেন নি। অধ্যাপক ও ফরীশীদের শিক্ষা তিনি মোকাবিলা করলেন।

যখন যীশু "ব্যবস্থা ও ভাববাদিগ্রন্থ" উল্লেখ করলেন, "পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত বিধান" তিনি বলতে চাইলেন। তিনি অনিবার্যভাবে তাঁর শিষ্যদের বলছিলেন ঃ "আমি তোমাদের যা কিছু শেখাচ্ছি, সবই পুরাতন নিয়মে (ঈশ্বরের বাক্যে) রয়েছে; কিন্তু আমি তোমাদের যা শেখাচ্ছি, সেই শিক্ষা তোমাদের ধর্মীয় নেতাদের শেখানো বিষয়ের সরাসরি বিরোধী।" তিনি অনিবার্যভাবে তাঁর শিষ্যদের এ কথাও বলছিলেন ঃ "তোমরা যখন নীচে নামবে এবং লোকদের

মাঝে থাকবে, যদি আমার সমাধানের অংশ হতে চাও, তাহলে ঐ লোকদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করার উপায় তোমাদের জানতেই হবে।"

ঘোষণার শুরুতে তিনি বললেন, ঈশ্বরের ব্যবস্থা লুপ্ত করতে তিনি আসেন নি, এবং যা কিছু বিষয় তিনি শেখাচ্ছিলেন, সেগুলি ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা শ্রেণীবদ্ধ ও সম্পূর্ণ করতে তিনি এলেন। পরবর্তী আঠাশটি পদসমূহে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ এবং অধ্যাপক ও ফরীশীদের শিক্ষার মধ্যেকার পার্থক্যগুলি তিনি বিস্তারিত ভাবে বলবেন। সেই পার্থক্যের নির্যাস যীশুর দাবির দ্বারা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কেননা ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে তিনি এসেছেন, যেন ইব্রীয় শব্দমালার প্রত্যেক বর্ণ তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

প্রেরিত পৌল এই পার্থক্যকে "ব্যবস্থার আত্মা" বনাম "ব্যবস্থার অক্ষর" হিসেবে চিহ্নিত কলেন (২ করিন্থীয় ৩:৬)। পৌল লিখলেন, ব্যবস্থার আত্মা জীবন দেয়, কিন্তু ব্যবস্থার অক্ষর বধ করে। ব্যবস্থার আত্মা জীবন দেয়, কারণ ব্যবস্থার আত্মাই প্রেম। ব্যবস্থার আত্মা আমাদের মনে ধরিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সকল ব্যবস্থা বা ঈশ্বরের বাক্য মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রেমিক হৃদয়ে জন্ম নিলো। এ বিষয়ে যীশু সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করলেন।

যীশু ব্যবস্থার আত্মাকে সর্বদা তর্জমা ও প্রয়োগ দ্বারা ব্যবস্থার বা ঈশ্বরের বাক্যের উদ্দেশ্যে পূর্ণ করলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে ঈশ্বরের লোকদের জীবন ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করার পূর্বে ঈশ্বরীয় প্রেমের "স্বচ্ছতার" মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। অধ্যাপক ও ফরীশীরা তাঁদের করণীয় বিষয়টি জানতেন না অথবা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের লোকদের কল্যাণ সাধনার্থে ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল। ঈশ্বরের লোকদের জীবনে ব্যবস্থার অক্ষর বা ঈশ্বরের বাক্য নির্দয়ভাবে প্রয়োগ দ্বারা তাঁরা ঈশ্বরের লোকদের ধ্বংস করলেন।

যীশু ঘোষণা করলেন, ব্যক্তিগত ধার্মিকতা বা তাঁর শিষ্যদের সঠিক জীবনে অধ্যাপক ও ফরীশীদের চেয়ে বেশি ধার্মিকতা থাকা আবশ্যক। তিনি সতর্ক-বাণীতে বললেন, যদি তাঁর কোন শিষ্য ঈশ্বর-দত্ত আজ্ঞাগুলির একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এবং অন্যদের সেই প্রকার চলতে বলে, তাহলে স্বর্গরাজ্যে তাকে অতি ক্ষুদ্র বলা হবে। তিনি ঘোষণা করলেন, যদি তাঁর শিষ্যেরা ব্যবস্থার আদেশগুলি পালন না করে ও পালন সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা না দেয়, তাহলে তাঁর শিক্ষায় উপস্থাপিত স্বর্গরাজ্যে তারা মহান্ বিবেচিত হবে না।

যীশু যেমন এই শিক্ষার অবশিষ্টাংশে স্বর্গসুখগুলি প্রয়োগ কবেন (৫:১৭-৭:২৭), এই ধর্মীয় নেতাদের কপটপূর্ণ "ধার্মিকতার" সঙ্গে তাঁর শিক্ষার ও তাঁর শিষ্যদের যোগ্যতার বিপরীত চিত্র দেখাবেন। অধ্যাপক ও ফরীশীদের "ধার্মিকতা" (যা আমরা সর্বদা উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি) ছিল বাহ্যিক, কিন্তু যীশুর শিষ্যদের ধার্মিকতা অভ্যন্তরীণ হওয়া উচিত ছিল। ধর্মীয় এই নেতাদের উদ্দেশে যীশু বিরোধী সংলাপ উচ্চারণ করলেন, কারণ ধর্মের বাইরের আকৃতিতে তাঁরা জোর দিলেন, কিন্তু হৃদয়ের জটিল আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি এড়িয়ে গেলেন (মার্ক ৭:৮, ১৫)।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার ধার্মিকতা নিছক দিগন্ত বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণাতে তাঁরা জোর দিলেন—অর্থাৎ ধার্মিক রূপে তাঁরা লোকদের সামনে আবির্ভূত হলেন। এটি ছিল এক প্রদর্শন, যে মুখোশ মানুষের লাভজনক ছিল অর্থাৎ দান দেওয়া ও প্রার্থনা করার সময় তাঁদের চেহারা সবাই দেখতে পেলো। কিন্তু যীশু অনিবার্যভাবে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন ঃ "তোমাদের ধার্মিকতা দিগন্ত বিস্তৃত না হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হওয়া আবশ্যক। এই ধার্মিকতা ঈশ্বরের সামনে ও ঈশ্বরের উদ্দেশে হওয়া আবশ্যক।" এই কারণে তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, মানুষের সামনে তোমাদের ধার্মিকতা যেন অনুশীলিত না হয় (৬:১)।

শিষ্যদের প্রতি ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় যীশুর শিক্ষা ছিল শাস্ত্রীয়, যখন সেই ধর্মীয় নেতাদের ধার্মিকতা অনেকখানি পরম্পরাগত ছিল। ফরীশীদের ধার্মিকতা আসনে প্রায়শই শাস্ত্রীয় বুনিয়াদে ছিল না। কখনও তা শাস্ত্রীয় হলেও শাস্ত্রের যথার্থ তর্জমা করা হতো না।

যীশু তাঁর শিক্ষা অনুসারে ধার্মিকতা ও ফরীশীদের প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার মধ্যেকার ভিন্নতাকে সংক্ষিপ্ত রূপ দিলেন, যখন তিনি তাদের "কপটী" হলেন। এটি ছিল মেকী মুখশ্রী বা মুখোশের পক্ষে গ্রীক শব্দ, যা গ্রীক নাটকে নায়কদের পরিধান ছিল, যা গ্রীক বিশ্ব সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, যার দ্বারা রোমীয় সাম্রাজ্যক অগ্রবর্তী করা হতো। যখন এই নেতাদের সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা হিসেবে যীশু সেই নাম পছন্দ করলেন, তিনি ঘোষণা করছিলেন যে তাদের ধার্মিকতায় ছিল ভণ্ডামী; অন্য দিকে, তাঁর শিষ্যদের ধার্মিকতা ছিল আসল।

যখন আমরা বুঝতে পারি, শাস্ত্র ও ধার্মিকতা সম্বন্ধে এই পদগুলিতে যীশু কী বলছিলেন, আমরা উপলব্ধি করি অধ্যাপক ও ফরীশীদের সঙ্গে তাঁর অবিরত বিবাদ ছিল কেন! এখন এই দুর্বোধ্য ও দীর্ঘ পরিচ্ছেদে পৌঁছনোর সময় আমাদের সামনে এক ভূমিকা থাকবে।

এই সকল আঠাশটি পদসমূহে ছয় বার যীশুর এক ধরনের বচন আমরা শুনতে পাব, যথাঃ "এ কথা বলা হয়েছে," অথবা "দীর্ঘ সময় যাবৎ ওরা তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আসলে যা শেখাচ্ছেন, এখন তা শোনো।" তাদের ধর্মীয় নেতাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যীশু ছয় বার উল্লেখ করবেন ও পরে তিনি তাঁর শিক্ষা দেবেন।

অনেক সময় ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পর্কে ধর্মীয় নেতাদের তর্জমা ও প্রয়োগ-পন্থায় যীশু অসম্মতি প্রকাশ করলেন। পরে ব্যবস্থার আত্মা শেখানোর দ্বারা তিনি ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করলেন। তাদের টালমুড (ইহূদীদের ধর্মশাস্ত্র) সম্পর্কে পরম্পরাগত শিক্ষাতে যীশু কোন কোন সময় সরাসরি বিরোধিতা দেখালেন। এই নেতাদের সঙ্গে যীশুর বিরোধী কথোপকথন সম্পর্কে মথি ও মার্ক উভয়েই বর্ণনা দিলেন; কারণ ঈশ্বরের বাক্যের ওপরে তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্বপূর্ণ ঐতিহ্য স্থাপন করলেন (মথি ১৫:৩-৬; মার্ক ৭:৯-১৩)।

মনের মধ্যে সেই দৃশ্যশ্রেণী রেখে অধ্যাপক ও ফরীশীদের ছয়টি শিক্ষা বিবেচনা করুন, যেগুলোকে যীশু চ্যালেঞ্জ জানালেন ঃ

তোমাদের ভ্রাতা

"তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালীয় লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি নরহত্যা করিও না', আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, 'রে নির্বোধ', সে মহাসভার দায়ে পড়িবে।

"অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির উপরে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও" (৫:২১-২৪)।

বাইবেল জুড়ে দুটি শব্দ রয়েছে, এটি সত্যের সারাংশ, যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের শেখাচ্ছেন। ঐ দুটি শব্দ ঃ "প্রথমে ঈশ্বর! এই পরিচ্ছেদে ঐ জোরালো আবেদন সম্পর্কে আমরা ব্যতিক্রম দেখতে পাই। যখন যীশু আমাদের দেখালেন আমাদের ভ্রাতা বা অন্য বিশ্বাসীদের উদ্দেশে কী ভাবে স্বর্গসুখগুলি প্রয়োগ করতে হয়, তিনি শিক্ষা দিলেন ঃ "প্রথমে.....তোমার ভ্রাতা, পরে ঈশ্বর।"

সহ—বিশ্বাসীদের উদ্দেশে আমাদের সম্পর্কের জটিল গুরুত্বের ওপরে যীশু জোরালো আবেদন রাখলেন। অনিবার্যভাবে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে দয়াশীল শিষ্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্বর্গসুখ আমরা অবশ্যই প্রয়োগ করবো, যাদের হৃদয়ে প্রেম ছাড়া কিছু নেই, আমরা এই প্রেম তাদের বিতরণ করব, যাদের সঙ্গে আমরা আরাধনা, বসবাস ও খ্রীষ্টের সেবা করি। আমরা নিভৃত আরাধনায় ঈশ্বরের কাছে আসার অনুমতি পাই না, যীশু দ্বারা আমাদের "ভ্রাতা" নামে আখ্যাত কারো সঙ্গে যদি আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে।

অন্যত্র তিনি শিক্ষা দিলেন, আমাদের কোন ভ্রাতার যদি অন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, সেই ভ্রাতার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত হওয়া আবশ্যক (মার্ক ১১:২৫)। একটি মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক সমাজ প্রসঙ্গে তিনি এই আধ্যাত্মিক শাসন শিক্ষা দিলেন (মথি ১৮:১৫-১৭)।

একদা বিশ্বে এক আন্তর্জাতিক মিশনারি সংস্থার কর্তৃপক্ষ কয়েক হাজার মিশনারির উদ্দেশে বললেন ঃ "আমরা বিশ্ব জয় করতে পারি না, যদি পরস্পরকে হারাই!" এবারে তিনি একটি অস্বাভাবিক বই তাঁদের দেখালেন। বইটির বাইরের মোড়কে শিরোনাম ছিল ঃ মিশনারিদের মহত্তম সমস্যা। বইটি যখন খুললাম, ভেতরের পাতায় কেবল দুটি শব্দ নজরে এলোঃ "অন্য মিশনারিগণ!"

সম্ভবতঃ সেটি যীশুরও দায়িত্ব ছিল যখন তিনি বিশ্বাসীদের প্রেমময় সম্পর্কগুলি বজায় রাখা ও গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে এই দুর্বোধ্য শিক্ষা দেন।

ধর্মীয় নেতা শিক্ষা দিলেন, যত দিন পর্যন্ত তোমরা নরহত্যা না করো, অথবা তোমাদের ভ্রাতার দেহে আঘাত না দাও, ভ্রাতার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক ঈশ্বর মঞ্জুর করলেন। ঈশ্বরের দুই জন লোকের মধ্যে শত্রু ভাবাপন্ন বিবাদের উৎস প্রসঙ্গে যীশু বললেন, এই বিবাদের পেছনে রাগ থাকে। তিনি শিক্ষা দিলেন, ক্রোধ এবং ভ্রাতা অথবা ভগ্নীর প্রতি বিরক্তির অনুভূতি বলতেই হবে, যদি আমাদের সহ-বিশ্বাসীর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রাখতে চাই, যা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য।

তোমাদের বিপক্ষ

"তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তাহার সহিত শীঘ্র মিলন করিও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকর্তার হস্তে সমর্পণ করে ও বিচারকর্তা তোমাকে পেয়াদার হস্তে সমর্পণ করে, আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, যাবৎ শেষ কড়িটা পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তুমি কোন মতে সেখান হইতে বাহিরে আসিতে পাইবে না" (মথি ৫:২৫, ২৬)।

এই অধ্যায়ের শেষ পদগুলিতে আমাদের শত্রুর প্রতি স্বর্গসুখগুলি প্রয়োগ করার উপায় যীশু আমাদের দেখাবেন। এই "বিপক্ষকে" আমরা "প্রতিযোগী" বলতে পারি। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা বাস করছি। যখন অন্য লোকদের সঙ্গে আমরা ব্যবসা করি, ওরা সর্বদা টাকা পায়, আর আমরা অভিজ্ঞতা পাই। এই বিপক্ষতা ঐ লোকদের অন্যতম বিপক্ষতা আমাদের টাকা পাওয়ার জন্য যারা স্থির থাকে, এবং আমাদের অভিজ্ঞ ক'রে তোলে।

কোন কোন সময় এই বিবাদী সম্পর্ক আমাদেরকে শত্রু বানায়, এবং আমাদের আইনের ফাঁদে ফেলতে, এমন কি আমাদের কারাবদ্ধ করতেও ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। আমাদের বিপক্ষ ও শত্রুর প্রতি যীশু যে স্বর্গসুখ আমাদের প্রয়োগ করতে বলেন, তা হলো ঃ "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়।" সপ্তম ও অষ্টম স্বর্গসুখের অধিকারী শিষ্যেরা রাগ করে না, এমন কি যখন বিপক্ষেরা কঠোর বাস্তবটি প্রদর্শন করে যে তারা আমাদের ভাল চায় না।

যদিও আমরা এই বিপক্ষদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, বিষয়টির প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব যীশুর শিষ্যকে নিতে হয়, যেন তার কারণে বিপক্ষদের সঙ্গে বিবাদ না বাধে। পৌল লিখেছেন, তোমাদের দায়িত্ব হলো, যত দূর সম্ভব আমরা যেন সকল মানুষের সঙ্গে শান্তিতে থাকি (রোমীয় ১২:১৮)। এই সম্পর্কগুলিতে একস্থানে আমাদের দায়িত্ব থাকে, যেখানে সম্পর্ক শুরু হয়, এবং সর্বদা সেই স্থান থাকে, যেখানে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়। আমরা নিয়ন্ত্রিত নই; অতএব, আমাদের বিপক্ষ যা করতে চায়, সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব থাকে না।

স্ত্রীলোকেরা

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি ব্যভিচার করিও না'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার

সহিত ব্যভিচার করিল।

"আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল" (২৭-৩০)।

যখন এই শিক্ষা পুরুষদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছিল, আমরা ধরে নিতে পারি, এটি পুরুষদের অবসর যাপন অধিবেশন ছিল। এই শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে ভক্ত নারীদের জন্যও প্রযোজ্য, যীশুর পক্ষে যারা লবণ ও দীপ্তি হতে চায়। এ সম্বন্ধে তর্জমা ও আবেদন হলো, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রক্ষাতেও এই শিক্ষা প্রযোজ্য।

যীশু যেমন নরহত্যা ও ক্রোধ সম্বন্ধে বললেন, ব্যভিচার সম্পর্কিত পাপ সম্বন্ধেও তিনি নির্দেশ দিলেন। তিনি শিক্ষা দেন নি, ঐ কামনা বা আমাদের অন্তরে কৃত ব্যভিচার পর্যায়ে আক্ষরিক ব্যভিচার অনুযায়ী সমান পাপ। তিনি বলতে চাইলেন, যদি তাঁর সমাধানে ও মীমাংসায় সত্যি আমরা অংশ হতে চাই, এবং লবণ ও দীপ্তিময় থাকতে চাই, তাহলে আমাদের দৈহিক আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় শিখতেই হবে।

যদি আমরা ব্যভিচার করতে না চাই, কামনার প্রতি দৃষ্টি রেখেও ব্যভিচারী চিন্তা নিয়ে ব্যভিচারে পরিচালনা দেওয়ার কামনা বাসনা ব্যক্ত ক'রে এই সংগ্রামে আমাদের বিজয়ী হতেই হবে। তাঁর ভ্রাতা যাকোব নূতন নিয়মের পত্রে এই পাপের মৃত্যুজনক পরিণতির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখলেন, মানুষ কামনা-বাসনার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। কামান-বাসনার প্ররোচনায় মানুষ পাপ করে, এবং বাইবেল অনুযায়ী এর পরিণতি হয় "মৃত্যু" (যাকোব ১:১৩-১৫;রোমীয় ৬:২৩)।

যীশু ও তাঁর ভ্রাতা যাকোব শিক্ষা দিলেন, দ্বিতীয় বার দেখার আগে, অশুদ্ধ চিন্তামুক্ত হয়ে, এবং কামনায় আসক্তি না রেখে ব্যভিচার জয় করা সহজতর। লোভের বশবর্তী হয়ে কামনার শিকার হওয়ার আগে আমাদের বিজয়ী হওয়া উচিত। যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শেখালেন, যেন তাঁরা প্রলোভন এড়াতে পারেন (মথি ৬:১৩)।

আমাদের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন ও আমাদের দক্ষিণ হস্ত কেটে ফেলা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা আক্ষরিক ভাবে প্রযোজ্য নয়। এই শিক্ষার আত্মা হলো, যদি আমাদের চোখে দেখা প্রলোভন পাপ করতে আমাদেরকে প্ররোচনা দেয়, আমরা যেন সেদিকে আর না তাকাই। কেবল প্রভু পাপ জানেন, যা সাম্প্রতিক জগতে প্ররোচনা দেয়, কেননা লোকেরা অশ্লীল রচনা বা উত্তেজক চলচ্চিত্র দেখে, যা কামনায় ও দৈহিক পাপে তাদেরকে উৎসাহিত করে।

অনুরূপভাবে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, যদি আমাদের হস্তগত কর্ম আমাদের পাপে চালিত করে, আমরা যেন সেই কাজ থামাই। অন্য স্থানে তিনি চরম সংযাজিত করলেন ও আবেদন

রাখলেন, যদি আমাদের চরম পাপের পথে আমাদের পরিচালিত করে, আমরা যেন সেখানে না যাই (মথি ১৮:৮)।

আপনার স্ত্রী

"আর উক্ত হইয়াছিল, 'যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে" (মথি ৫:৩১, ৩২)।

এই গিরিশৃঙ্গে যীশুর সমস্ত শিক্ষা প্রসঙ্গ স্মরণপূর্বক তর্জমা ও প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে এই শিক্ষা প্রদত্ত হলো। যীশুর পরিকল্পনা হলো শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাঁরা লবণ ও আলোতে ভরপুর হয়ে সেই লোকদের কাছে যাবেন, যারা পাহাড়ের নীচে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অগণিত মানুষ পৃথিবীতে হারিয়ে যাওয়া লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে।

শলোমন লিখেছেন, সন্তানরা তীরের মত ও তাদের পিতামাতা ধনুকের মত, যার সুবাদে তারা জীবনে পদার্পণ করে (গীতসংহিতা ১২৭:৩-৫)। সন্তানদের জীবনে মান, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য ধনুকের ওপরে নির্ভরশীল, যা জীবনে তাদের পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আজ, সারা বিশ্বে সেই ধনুকের ছিলা কাটতে দিয়াবল প্রয়াস চালাচ্ছে। অনেক সংস্কৃতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও আলাদা-বসবাস ব্যাপক। এই পরিচ্ছেদে যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন, যদি আমরা তাঁর সমাধান ও মীমাংসার অংশ হতে চাই, তাহলে আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর আশিসধন্য মনোভাব প্রয়োগ করতে হবে।

এটি এক দৃষ্টান্ত, যেখানে অধ্যাপক, ফরীশীরা মোশির বাণী উদ্ধৃত করলেন, কিন্তু তাঁদের তর্জমা ও প্রয়োগে যীশু সম্মত হন নি, কেননা তা মোশির শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। মোশি আদেশ দিলেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়, তবে "সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে" (২ বিবরণ ২৪:১-৪)।

অন্য এক সময় যীশু এই নেতাদের দেখিয়ে দিলেন ঃ "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই" (মথি ১৯:৭, ৮)। ইব্রীয় ইতিহাসের পুরাতন নিয়ম সময়ের বহু পূর্বে ইহূদী আধ্যাত্মিক নেতাগণ মোশির বচনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, যদি প্রায় কোন কারণে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলো, সে তাকে ত্যাগ করতে পারত ও বাইরে তাড়িয়ে দিতে পারত। স্বামীর পক্ষে তাঁর স্ত্রীকে অথবা অন্য কাউকে এই বিচ্ছেদের কারণ বলার প্রয়োজন ছিল না। পুরুষ ইঙ্গিত দিতে যে তার স্ত্রী তার প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল।

অতএব মোশি রায় দিলেন ঃ "যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো, তাহলে ত্যাগপত্র দিয়ে তাকে ছেড়ে দাও।" এই ত্যাগপত্রে বিচ্ছেদের কারণ লেখা থাকবে, এবং বিদায়ী স্ত্রী ভরণ পোষণ সম্পর্কে স্বামীর প্রতিশ্রুতিও লেখা থাকবে। যেহেতু স্বামী বিহনে ইহূদী সংস্কৃতি অনুযায়ী একটি মহিলার জীবন ধারণ মুশকিল ছিল, সুতরাং মোশি আসলে মহিলার সুরক্ষার্থে ত্যাগপত্র দিতে বললেন।

যীশুর শিক্ষা অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য নয়। ঈশ্বর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘৃণা করেন (মালাখি ২:১৬)। যীশু শিক্ষা দিলেন, যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, তাঁর শিষ্যেরা যেন এ বিষয়ে নির্দোষ থাকে (বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে আমার পুস্তিকা ৬, ৭, ১৩ এবং ১ ও ২ করিন্থীয় পুস্তকে আরও বিবরণ দেখুন)।

তোমাদের কথা

"আবার তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালীয় লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে তোমার দিব্য সকল পালন করিও।' কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিও না; স্বর্গের দিব্য করিও না, কেননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবীর দিব্য কিও না, কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশালেমের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান্ রাজার নগরী। আর তোমার মাথার দিব্য করিও না, কেননা একগাছি চুল সাদা কি কাল করিবার সাধ্য তোমার নাই। কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না হউক;ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইতে জন্মে" (মথি ৫:৩৩-৩৭)।

এখন আমরা ইহূদী আধ্যাত্মিক নেতাদের শিক্ষায় ফিরে আসি, যা ঈশ্বরের বিধানে ছিল না। তাদের পরম্পরাতে দিব্য সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত রীতি ছিল, যেগুলি ছিল আবশ্যক, এবং কয়েকটি দিব্যতে বাধ্যবাধকতা ছিল না (মথি ২৩:১৬)। তারা বলতো, "মন্দিরের নামে আমি শপথ করছি" অথবা "মন্দিরের স্বর্ণে আমি শপথ করছি" কিংবা "যজ্ঞবেদির দ্বারা আমি শপথ করছি" বা 'যজ্ঞবেদির বলিদানে আমি শপথ করছি।" স্বর্গ, পৃথিবী অথবা যিরূশালেম নামে ওরা শপথ করলো।

তাদের জানা লোকজনেরা জানতো কোন্ কোন্ দিব্য আবশ্যিক, এবং কোন্ দিব্যগুলি আবশ্যিক নয়। অজ্ঞ লোকেরা, যারা এই জটিল পার্থক্যগুলি বুঝতে পারলো না, জেনে বিস্ময়াভিভূত হলো যে তাদের বোধগম্যতায় যেগুলি ভাবগম্ভীর চুক্তি মনে হয়েছিল, সেগুলি আসলে আবশ্যিক চুক্তি ছিল না। এই জটিল রীতি অসংগত ও হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হলো। এটি আদেশের সঙ্গে সরাসরি বিবাদ বাধালো, অর্থাৎ আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য বহন করতে পারি না। বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ যীশু তাঁর সাহসিক ঘোষণা দ্বারা এই অজ্ঞানতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন, যখন তিনি বললেন হাঁ, হাঁ ও না, না ছাড়া অতিরিক্ত কথা মন্দ থেকে আসে। এই শিক্ষার আত্মা হলো, তাঁর শিষ্যদের অবশ্যই তাঁর বাক্যের মানুষ ও তাদের কথার মানুষ হতে হবে।

মন্দ লোকেরা

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও। আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও। আর যে কেহ ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। যে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও;এবং যে তোমার নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না" (৩৮-৪২)।

অধ্যাপক ও ফরীশীরা যেভাবে মোশির ব্যবস্থা তর্জমা ও প্রয়োগ করলেন, সে বিষয়ে যীশু পুনরায় অসম্মতি জানালেন। এই ধর্মীয় নেতারা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, " চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"। যাত্রাপুস্তক, লেবীয়পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণে আপনি এই লেখনী পাবেন। পক্ষান্তরে, যীশু ঘোষণা করলেন, "আমি ব্যবস্থার আত্মায় সম্মত নই, যেখানে তাঁরা শিক্ষা দিলেন, "চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"।

যখন মোশি ত্যাগপত্র অনুমোদন করলেন ও প্রাচীন রীতি থেকে চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত" উদ্ধৃতি দিলেন, শক্তগ্রীব ও জটিল লোকদের কঠিন অন্তঃকরণ সম্পর্কে তিনি সীমাদ্ধতা দেখালেন। প্রতিশোধ নেওয়া সম্পর্কে তিনি তাদের পাপময় আকাঙ্খা সীমিত করছিলেন। যদি কেউ অন্য জনের দাঁত উপড়ে দিল, আহত জন এই মনোভাব ব্যক্ত করলো, 'আমি তোমার ঘাড় ভেঙ্গে দেব'। যদি কেউ কারো চোখ উপড়ে নিল, বিপরীতে শুনতে পেলো, 'আমি তোমার মাথা খসিয়ে দেব'।

এটি কিন্তু প্রতিশোধের রূপে পাপময় আকাঙ্খা ন্যায্য বিচার নয়। "চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত" ন্যায্য বিচার। অনেক সময় এই বিচার আকাঙ্খার আত্মা দ্বারা হয়, যা মকদ্দমা করতে পাঠায়। অতএব, যখন আদালতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ও আমাদের নামে নালিশ থাকে, ঐ সময় যীশু কথিত স্বর্গসুখ কিভাবে আমরা প্রয়োগ করবো, সে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। আমরা যখন আমেরিকার মত দেশের কথা শুনি—জানতে পারি কোটি কোটি ডলারের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে নালিশ আসে, স্পষ্ট বোঝা যায়, ঐ লোকেরা ন্যায় ছাড়িয়ে যায়; ওরা প্রতিশোধ নিতে বা স্বার্থসিদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়। যদি যীশুর এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি, তাহলে আদালত, আমাদের সংস্কৃতির বৈধ রীতিনীতি আমাদের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে?

মোশির ব্যবস্থার আত্মা ছাড়িয়ে যীশু ব্যবস্থা পূর্ণ করছিলেন, যখন তিনি শিক্ষা দিলেন ঃ "কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না।" তিনি উক্তিটিকে বিস্তৃত করলেন, এবং নির্যাতিতদের শান্তি-সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে স্বর্গসুখ সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করলেন, যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, "যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও"; "যে তোমার আঙরাখা (রোমান পোশাক) লইতে চায়,

তাহাকে চোগাও লইতে দেও", "যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও, ——যে তোমার নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না"। এই দুর্বোধ্য পরিচ্ছেদে যীশু কী শিক্ষা দিলেন?

যখন এক ব্যবসায়ীকে আমি শুধালাম, ব্যবসা-ক্ষেত্রে এত প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে কাজ করতে কেমন লাগে? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমরা কোন বন্দিকে নিচ্ছি না ও আহতদের গুলি মারছি না!" একটি কবিতায় এক লাইনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "দাঁত ও নখের সমস্ত প্রকৃতি লোহিত বর্ণবিশিষ্ট।"

জীবন কুকুরের লড়াইয়ের মত হতে পারে, এবং একই ভাবে প্রতিযোগিতা "ইঁদুরের দৌড়" মনে হতে পারে। পক্ষান্তরে, এটি কেবল "কুকুরের লড়াই" ও "ইঁদুরে দৌড়", যদি আমরা কুকুর ও ইঁদুর হই। যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, যখন তাঁর শিষ্যেরা আটটি স্বর্গসুখের মধ্যে বসবাস করে, এবং এই পৃথিবীর লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এই পৃথিবীর লোকদের তারা দেখাতে পারে যে জীবনটা কুকুর-ইঁদুরের মত নয়।

ঐ সময়ে রাজত্বকারী রোমীয়েরা ইহূদী নাগরিকদের আদেশ দিত, যেন ইহূদীরা তাদের বোঝা কয়েক কিলোমিটার বহন করে। রোমীয়দের প্রতি বাধ্য হওয়া ইহূদীদের বাধ্যতামূলক ছিল, কিন্তু ঐ ভয়ংকর আচরণে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হতো না। যীশু শিক্ষা দিলেন ঃ "যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও।" মণ্ডলীর প্রজন্মে অল্প সংখ্যক প্রাচীন খ্রীষ্টীয়ান রোমীয় সৈন্য ছিল, যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, কারণ যীশুর শিষ্যেরা তাদের প্রতি রাজত্বকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার স্বর্গসুখ প্রয়োগ দ্বারা জীবন যাপন করলো।

তোমাদের শত্রু

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম করিবে', এবং 'তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে'। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না, করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও, যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিকগণের উপরে জল বর্ষান।

"কেননা যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহীরাও কি সেই মত করে না? আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ কর, তবে অধিক কি কর্ম কর? পরজাতীয়েরাও কি সেই রূপ করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও" (৪৩-৪৮)।

আমার বিশ্বাস, যীশুর শিক্ষামূলক এই ছয়টি পদ তর্জমা ও প্রয়োগ করা খুব মুশকিল।

এগুলির তাৎপর্য শাস্ত্র কখনও মেনে নেয়নি, অথবা এগুলি প্রয়োগ করার উপায় মণ্ডলী জানে না। এগুলি শীর্ষতম নীতি শিক্ষা দেয়, এই পৃথিবী যা কখনও শোনে নি।

ধর্মীয় শিক্ষকরা কী শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এই অধ্যায়ে যীশু সে বিষয়ে ষষ্ঠ বার উল্লেখ করলেন। এবার যীশু শিক্ষা দিলেন ঃ "তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম করিবে', এবং 'তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে'।" এই আদেশের অর্ধেকটা মোশি দিলেন ও অবশিষ্ট অর্ধাংশ তাদের পরম্পরা শিক্ষার সংযোজন। মোশি আদেশ দিয়েছিলেন ঃ "প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে" (লেবীয় ১৯:১৮)। কিন্তু তিনি আদেশ দেন নি "তোমার শত্রুকে ঘৃণা করিবে"। গীতসংহিতায় দায়ূদ সম্বন্ধে জানা যায়, যিনি ঈশ্বরের মনের মত লোক ছিলেন, তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের শত্রুদের তিনি ঘৃণা করেন। কিন্তু আমাদের শত্রুদে ঘৃণা কর এই বাক্যাদেশ ঈশ্বর আমাদের দেন না।

এই অধ্যায়ের শেষ এগারো পদ পড়বার সময় আমাদের মনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে "খ্রীষ্টীয়ানদের প্রথম অবসর যাপন" অধিবেশনে পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত লোকদের উদ্দেশে এই শিক্ষা দেওয়া হয় নি। যীশু তাঁদের উদ্দেশে এই শিক্ষা দিলেন, যাঁরা পর্বত-শৃঙ্গে নিজেদের পরিচয় দিলেন যে তাঁরা যীশুর শিষ্য ছিলেন। আসলে এই কারণে তাঁদের শিষ্য বলা হলো, যেহেতু যীশুর প্রতি তাঁদের সমর্পণে এক উচ্চ স্তর ছিল, যা তাঁরা ঐ অবসর যাপনে দেখালেন।

এক শিষ্যের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্পণের এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যীশু দেখতে চাইলেন ঃ যদি তোমরা আমার অনুসারী হতে চাও, কিন্ত আপন আপন ক্রুশ বহন করতে ও আমার জন্য মরতে না চাও, তবে তোমরা আমার শিষ্য হতে পারবে না। যদি আমাকে প্রথম স্থান দিতে না চাও, অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, তি, মাতা, সন্তান, অভিভাবক ও অন্যানদের আগে আমাকে না রাখো, তাহলে তোমরা আমার শিষ্য হতে পারবে না। যদি তোমাদের সকল অধিকার তোমরা পরিত্যাগ করতে না চাও, তাহলে তোমরা আমার শিষ্য হতে পারবে না (লূক ১৪:২৫-৩৫ অনুযায়ী)।

সেই অবসর যাপন অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিলেন, যীশুর এই আহ্বান অনুসারে তাঁরা যীশুর উদ্দেশে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন, আপন ক্রুশ বহন করতে ও যীশুর অনুগামী হতে তাঁরা ইচ্ছুক। দণ্ডাজ্ঞা-স্থানে ক্রুশ-বহনকারীদের প্রতি রোমীয় নীতিতে মর্মান্তিক ক্রুশীয় মৃত্যু হয়তো তাঁরা দেখেছিলেন। এই ভীতিজনক রূপকের তাৎপর্য তাঁদের জানা ছিল। এই ছয় পদে যখন যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁরা কিভাবে ক্রুশ বহন ও যীশুকে অনুসরণ করার শপথ রাখলেন, যীশু সে সম্বন্ধে সহজ ভাবে তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

যীশুর এই শিক্ষাও আত্মিক নেতাদের মোশির ব্যবস্থা তর্জমা ও প্রয়োগের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানালো। আপনার কি সেই প্রশ্ন মনে পড়ে, যখন দয়ালু শমরিয় সম্পর্কিত উদাহরণ যীশুর কাছ থেকে শুনে এক ব্যবস্থাবেত্তা যীশুকে শুধালেন ঃ "আমার প্রতিবাসী কে?" (লূক ১০:২৯)।

পরম্পরাগত নীতি থাকাকালীন প্রশ্নটা অতি গভীর ছিল, অধ্যাপক ও ফরীশীরা যা শিক্ষা দিলেন; তাঁরা বললেন, তোমাদের প্রতিবাসী হচ্ছে তোমাদের সহ-ইহূদী, কিন্তু বিশ্বের সকল অইহূদী তোমাদের শত্রু। এবারে প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হলো, তোমাদের সহ-ইহূদীকে ভালবাসো, কিন্তু অন্যদের ঘৃণা করো।

আমাদের শত্রুদের প্রেম করার পক্ষে প্রেরণা আমাদের জানতেই হবে। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ "যেন তোমরা স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।" যীশু তাদের প্রতি এই আশিস প্রদানের শপথ রাখলেন, নির্যাতিত মিলনকারী হিসেবে যারা তাঁর সপ্তম ও অষ্টম স্বর্গসুখে জীবন যাপন করে।

নিদেনপক্ষে আর একটি অঙ্গীকারের নীতি রয়েছে, যা যথাস্থানে রাখতে হবে, যদি যীশুর এই শিক্ষা গভীরভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হয়। যদি এই পদগুলি আমরা পড়ি ও বলি ঃ "এই কাজ করলে আমরা সবই হারাব, তাহলে এই শিক্ষা আমাদের পক্ষে কোন অর্থ বহন করে না। আমাদের উপলব্ধি থাকা চাই যে আত্ম-রক্ষা যীশুর এক শিষ্যের চূড়ান্ত নীতি নয়।"

প্রেরিত পৌল শিষ্যত্বের অঙ্গীকার বুঝেছিলেন, যখন তিনি লিখলেন ঃ "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন" (গালাতীয় ২:২০)।

খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশারোপিত হওয়ার অর্থ কি বোঝায়? এর অর্থ আমাদের ক্রুশ বহন ও তাঁকে অনুসরণ করতে আমাদের ইচ্ছুক হওয়া। নিজ ক্রুশের সম্মুখীন হয়ে যীশু বলেছিলেন ঃ "গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে, তবে তাহা একটিমাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে।" পরে তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ " আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে; ইহাতে কি বলিব? পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারাই নিমিত্ত আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি।"

সুতরাং তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "পিত:, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'আমি তাহা মহিমান্বিত করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত করিব" (যোহন ১২:২৮)। তাঁর সংকট প্রসঙ্গে যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, সেই দৃষ্টান্ত পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে সহযোগী হয়ে (যোহন ১২:২৫, ২৬)।

এক ঈশ্বরভক্ত পালক যীশুর প্রত্যেক শিষ্যকে উৎসাহ দিলেন, যেন যীশুর এই প্রার্থনার সমার্থক শব্দে তাঁরা প্রার্থনা করেন ঃ "পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর ও আমাকে বিল পাঠাও। পিতা, আর কী চাইব। তুমিই গৌরবান্বিত হও!" এটি তখনই সম্ভব হবে, যখন ক্রুশের ছায়ায় তাঁর প্রার্থনায় আমরা সামিল হবো, আমাদের বোধগম্য হবে, নৈতিক চূড়ান্ত মান আমরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করবো, যা এই বিশ্ব কখনও শুনতে পায় নি।

পবিত্র যুদ্ধ চলাকালীন অ্যাসিসির ফ্রান্সিস এক আহত তুর্কীর সেবা করছিলেন। ঘটনাক্রমে পাশ কাটিয়ে যাওা ঘোড়ার পিঠে বসা এক ধর্মযোদ্ধা বললেন ঃ "তুমি যদি এই তুর্কীকে সারিয়ে তোলো, সে তোমায় হত্যা করবে!" ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন ঃ "ভালই তো, আমাকে হত্যা করা আগে সে ঈশ্বরের প্রেম জানতে পারবে।"

এই উপদেশের সমাপ্তিতে যীশুর শিক্ষায় মনোনিবেশ করুন। তিনি বলেন ঃ "অতএব, তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও" (৪৮ পদ)। "সিদ্ধ" শব্দটির মানে পাপহীন সিদ্ধতা নয়। এর মানে ঃ "তোমরা পরিপক্ক হও, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ হও।" যদি "সিদ্ধ" শব্দে আপনি অস্বস্তি বোধ করেন, তাহলে পদের শুরুতে ও শেষে শব্দটি বাদ দিন। ব্যবস্থার আত্মা সম্বন্ধে যীশুর সার্বিক শিক্ষার সারাংশ হলো স্বর্গীয় পিতার মত আমাদেরও হতে হবে। যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন, ঈশ্বরের সন্তানদের মত আমরা যেন আমাদের পিতা ঈশ্বরের মত হই। ঈশ্বর কেমন?

প্রেরিত পৌল নির্দেশ দিলেন ঃ "স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন" (ইফিষীয় ৫:২৫)। যখন পৌল স্বামীদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেই প্রকার প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে প্রেম করলেন ও প্রেম করেন, এবং তোমরা নিজেদের উৎসর্গ কর, যেমন খ্রীষ্ট নিজেকে বিলিয়ে দিলেন ও বিতরণ করেন, এখানে যীশুর শিক্ষা অনুসারে পৌল আসলে শিক্ষা দিলেন ঃ খ্রীষ্টের মত আমাদের হতে হবে। এটা কি সম্ভব?

নূতন নিয়মে সর্বাধিক গতিশীল (প্রাণবন্ত) শিক্ষা কোন্‌টি? আমার মতে শিক্ষাটি এই প্রকার ঃ "তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।" পৌল আক্ষরিকভাবে লিখলেন ঃ "মণ্ডলীর সঙ্গে এক রহস্যে অংশ নিতে ঈশ্বর দ্বারা আমি উত্থিত হয়েছি। সেই রহস্য সম্পর্কে সহজভাবে বলি, তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা (কলসীয় ১:২৭)।

যীশুর এই নৈতিক শিক্ষা পুরোপুরি অসম্ভব। এটি হাস্যজনকও, যদি না এই মহৎ অলৌকিক কাণ্ড ঘটে ঃ "তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, এবং খ্রীষ্টের মধ্যবর্তী তোমরা, এবং তাঁর সঙ্গে সকলে।" কিন্তু নূতন নিয়মের সর্বাধিক গতিশীল শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়! অতএব, আমরা এই শিক্ষা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে ও সাহসের সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি উত্তর দিতে পারি ঃ "যীশু কী বলেছিলেন? তাঁর বাণীর অর্থ কী? আমার জীবনে এটি অর্থ প্রকাশ করে।

শাস্ত্রের এই ভীতিজনক পরিচ্ছেদে নিগূঢ় পদটি যীশুর পরিকল্পনায় ও মিশনের উদ্দেশ্য সফলতায় সঙ্গতিপূর্ণ, কেননা এই অবসর যাপন অধিবেশন তিনি পরিচালিত করলেন। যীশু এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা অন্যদের চেয়ে বেশি কী করবে?"

ইতিপূর্বে আমার যা নজরে এলো, মাংস থেকে লবণ অবশ্যই পৃথক্ থাকবে, অথচ পচন থেকে মাংসকে রক্ষা করতে চাইলে মাংসের সঙ্গে লবণকে মিলেমিশে একাকার হতে হবে।

আসল বিষয়ের একটি তর্জমা এই প্রকার ঃ "যদি তোমরা কেবল তাদের ভালবাসো, যারা তোমাদের ভালবাসে, তাহলে তোমরা অনুগ্রহ কী ভাবে অনুশীলন করছো?" (মথি ৫:৪৬)। এর মানে হলো, যারা আমাদের প্রেম করে, তাদের প্রেম জানাতে অনুগ্রহ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যারা আমাদের শত্রু, তাদের প্রেম জানাতে অলৌকিক অনুগ্রহ প্রয়োজন।

এটি দুর্বোধ্য পরিচ্ছেদ—আসলে পুরো অধ্যায়টি আমাদের সামনে এই প্রশ্ন আনে ঃ "আমাদের জীবনে কি এমন কিছু রয়েছে, যা কেবল আধ্যাত্মিক রহস্য দ্বারা বন্টিত হতে পারে যে আমাদের পুনরুত্থিত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন?"

পঞ্চম অধ্যায়

আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা ও ঊর্ধমুখী মূল্যায়ন

(মথি ৬:১-৩৪)

এবারে যীশু তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁর আশিসধন্য স্বর্গসুখগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন, বিবেচনা করেন, যেগুলি তাঁদের অন্তরে থাকা আশ্যক (৫:৩-১২)। এবারে তিনি তাঁদের আহ্বান-দিলেন, যেন তাঁরা চারপাশে নজর রাখেন, এবং অজানা লোকদের উদ্দেশে স্বর্গসুখগুলি প্রয়োগ করেন (৫:১৩-৪৮)। ইতিমধ্যে তিনি তাদের শেখালেন কিভাবে অন্যদের প্রতি, বিশেষত: প্রতিরোধীদের ও মন্দ লোকদের উদ্দেশ্যে, এমন কি শত্রুদের জন্যও তাঁরা স্বর্গসুখগুলি প্রয়োগ করার মনোভাব রাখবেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁদের যা পড়ালেন, সে বিষয়ে তাঁরা ততোধিক প্রস্তুতি নিলেন।

অন্য দিকে দৃষ্টি দিতে শিষ্যদের প্রতি যীশুর নির্দেশনা ছয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। এই সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁরা প্রাণবন্ত হন ও নিশ্চিত হতে পারেন যে ঊর্ধ পানে তাঁদের চোখ মেলে চাইতেই হবে। যেহেতু সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক শিষ্য নিয়মানুবর্তী ব্যক্তি হওয়ার লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ হয়, তাই আধ্যাত্মিক অথবা ঊর্ধমুখী নিয়মানুর্তিতা ও মূল্যায়ন দ্বারা জীবন যাপনের জটিল অগ্রগণ্যতা তিনি তাঁদের শেখালেন, যেন তাঁরা প্রতিদিন ঊর্ধে দৃষ্টিপাত করেন।

দান করার আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা

"সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে ধর্মকর্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার নাই।

"অতএব, তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তূরী বাজাইও না, যেমন কপটীরা

লোকের কাছে গৌরব পাইবার জন্য সমাজ-গৃহে ও পথে করিয়া থাকে;আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না। এইরূপে তোমার দান যেন গোপনে হয়; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন" (৬:১-৪)।

আমি লক্ষ্য করেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের "ধার্মিকতা" ছিল দিগন্ত বিস্তৃত, কিন্তু ধার্মিকতা সম্বন্ধে যীশু তাঁর শিষ্যদের যা শেখালেন ও দাবি করলেন, তা ছিল ঊর্ধমুখী। এই ছয় অধ্যায়ের প্রথম চারটি পদ সেই বৈশিষ্ট্য জোরালো ভাবে প্রকাশ করে। যদিও আজ বিষয়টা অনুমান করতে আমাদের মুশকিল মনে হয়, ফরীশীরা তাঁদের ঢিলা পোশাকে ছোট তূরী বাজাতেন। তাঁরা চাইতেন, মানুষ তাঁদের দেখে, এবং তাঁদের ধার্মিকতা ও উদারতার জন্য তাঁদের প্রশংসা করে।

তাঁদের এই অনুশীলন সম্পর্কে যীশু তাঁর প্রিয় শব্দ লিখলেন ঃ "কপটী!" গ্রীক অভিনেতাদের মত এই ফরীশীরা মুখোশ পরে থাকতেন, এবং দান করার সময় কেবল এই ভূমিকা পালন করতেন। চাক্ষুষভাবে তাঁরা মানুষের সামনে তাঁদের ধার্মিকতা অনুশীলন করতেন, যেন মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা জানায়—এই ভণ্ডামীর প্রেরণায় যীশু তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, যেন তাঁরা দান দেওয়ার অনুশাসন মানেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, যেন তাঁর শিষ্যেরা নাম না জানিয়ে ও গোপনে দান করেন, এমন কি তাঁদের দক্ষিণ হস্তের দান যেন বাম হস্ত টের না পায়।

যখন এই কপটীরা মানুষের প্রশংসা পেলেন, সেটাই তাঁদের পুরস্কার, যা তাঁদের দানের বিনিময়ে তাঁরা শুনলেন। যীশুর শিষ্যেরা গোপনে ঈশ্বরকে দেবে, যিনি গোপনে দাতার দান দেখেন। তাদের গোপন দানের বিনিময়ে তিনি প্রকাশ্যে তাদের পুরস্কার দেবেন, যা বিশ্বাস ও আরাধনার নির্যাস। বইবেলে উক্ত বিশ্বাস সম্বন্ধীয় অধ্যায় আমাদের জানায়, যে ঈশ্বরের কাছে আসে ও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তাঁর বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন, যে খোলা মনে তাঁর অন্বেষণ করে, কারণ তাঁর বিশ্বাস রয়েছে যে ঈশ্বর আছেন (ইব্রীয় ১১:৬)।

এই ফরীশীদের কড়া বিচার করার আগে আমরা নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখবো, হয়তো বাহ্যিকভাবে আমরা তূরী বাজাই নি, কিন্তু এমন ভঙ্গীতে দান দিয়েছি, যখন আমাদের দান দেওয়া লোকেরা জানতে পালো? এক পালক হিসেবে আমি দেখেছি অনেক সময় মোটা অংকের দান ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়েছে, যে দান সম্বন্ধে পালক ও কোন কোন সময় গোটা মণ্ডলী জানতে পেরেছে। আমাকে বলা হয়েছে, নাম না জানিয়ে বিপুল অংকের দান এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা—পরে আমি এটি আবিষ্কার করলাম!

আমাদের জ্ঞান রাখতে হবে যে যীশু তাদের জীবনে প্রথমে আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা দেখতে চান, যারা তাঁর সমাধান ও মীমাংসার অংশ হতে চায়—পৃথিবীর লবণ ও পৃথিবীর দীপ্তি

ধনাধ্যক্ষতার নিয়মানুবর্তিতা। পরে যীশু শিক্ষা দিলেন, সেই শিষ্যের আসল ধন-সম্পদ বা আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ ঈশ্বর আটকে রাখেন, যে বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ নয় (লূক ১৬:১০, ১১)। এটিএক শিষ্যের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতার অন্যতম দানশীলতা।

প্রার্থনার আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা

যীশু এই একই মন দাবি করলেন, যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শেখালেন ঃ "আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটীদের ন্যায় হইও না; কারণ তাহারা সমাজ-গৃহে ও পথের কোণে দাঁড়াইয়া লোক-দেখান প্রার্থনা করিতে ভালবাসে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও;তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।

"আর তোমরা প্রার্থনাকালে অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে। অতএব, তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্বে তোমাদের পিতা জানেন।

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও;

'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য অইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক;আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও;আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি;আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। আমেন।'

"কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না" (৬:৫-১৫)।

প্রার্থনা প্রচার নয়। যখন প্রকাশ্য উপাসনা-সভাতে অথবা অন্যদের সঙ্গে আমরা প্রার্থনা করি, যীশুর এই নির্দেশগুলি আমাদের মনে রাখতেই হবে ও নিশ্চিত হতে হবে যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা কথা বলছি। প্রার্থনা করার সময় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন জানার উপায় যীশু আমাদের জানালেন, যখন মিলিত প্রার্থনা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ প্রার্থনাকে তিনি স্পটভাবে মূল্যায়ন করলেন। তিনি নির্দেশ দিলনে, যেন আমরা নিভৃত (যেখানে আমরা একলা থাকতে পারি) স্থানে যাই ও দরজা বন্ধ করি, যেন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কেউ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

যীশু মন স্থির করতে বললেন, যে মনস্কতায় শিষ্যের প্রার্থনা করা উচিত, তিনি সেই

প্রার্থনা তাঁদের শেখানে। আমাদের জন্য তিনি এক নমুনা প্রার্থনা দিলেন, যা "শিষ্যদের প্রার্থনা" নামে অভিহিত। সাধারণত এই প্রার্থনাকে "প্রভুর প্রার্থনা" বলা হয়, কিন্তু এই নাম দেওয়া ঠিক নয়, কারণ প্রভু কখনও এই প্রার্থনা উচ্চারণ করেননি। তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ "অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও।"

যদিও এটি এক প্রার্থনা, এবং বহুবচনে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে অন্যদের সঙ্গে এই প্রার্থনা করা যায়, মূলতঃ এটি এক নমুনা প্রার্থনা অথবা আদর্শ এক প্রার্থনা, যা স্পষ্টভাবে আমাদের প্রার্থনা করতে শেখায়। প্রেরিতদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যীশুর নির্দেশিত প্রার্থনা লূক উপস্থাপিত করলেন ঃ "প্রভু, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন" (লূক ১১:১-৪)।

যীশুর শেখানো এই প্রার্থনার/নমুনার তিনটি আবেদন, এবং পরে চতুর্থ ব্যক্তিগত আবেদন। ঐশ্বরিক আবেদনটি এক প্রার্থনা-অনুরোধ, যে অনুরোধের কেন্দ্রে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাইবেলের সংবাদ বারংবার দুটি শব্দে যাচাই করা হয়। এই দুটি শব্দঃ "প্রথমে ঈশ্বর।" এই প্রথম তিনটি আবেদন শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ জানায়, যেন তারা ব্যক্তিগত সমস্যা ঈশ্বরকে জানাবার আগে ঈশ্বর-সম্পর্কিত প্রার্থনা জানায়। যে তিনটি আবেদন ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান দেয়, সেগুলি ঃ "তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক ও তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।"

ব্যক্তিগত আবেদন হলো প্রার্থনা-অনুরোধ, যে আবেদনের কেন্দ্রে যেন শিষ্য ঈশ্বরকে রাখে। চারটি ব্যক্তিগত আবেদন এই প্রকার, যথাঃ "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না; মন্দ হইতে রক্ষা কর।"

যীশু তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, যেন তাঁরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সরাসরি প্রবেশ করে ও ঈশ্বরকে "আমাদের পিতা" সম্বোধন করে! শিষ্যদের কাছে এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, যখন যীশুর এই শিক্ষা তাঁরা শুনলেন। তাঁরা সকলে ইহূদী ছিলেন, যাঁদের মনস্কতা ছিল এক ভীতিজনক ঈশ্বরের কাছে পৌছতে হবে, এবং কেবল এক পুরোহিতের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছনো যায়। যীশু এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করলেন, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। দায়ূদও এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে দেখালেন, যখন তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "সদাপ্রভু আমার পালক" (গীতসংহিতা ২৩)।

ঈশ্বরকে পিতা সম্বোধন করার পরে তিনটি আবেদন রয়েছে, সেগুলির শিক্ষা অনুযায়ী আমরা যেন প্রার্থনাতে "প্রথমে ঈশ্বরকে" রাখি, যথাঃ তোমার নাম, তোমার রাজ্য, তোমার ইচ্ছা। ঈশ্বর কে এবং কেমন, তার নির্যাস হলো ঈশ্বরের নাম। আসলে শিষ্য এই ভাবে প্রার্থনা করে ঃ "হে ঈশ্বর, আমি এমন ভাবে জীবন যাপন করতে চাই, যেন অন্যরা তোমায় জানতে পারে, এবং তোমার স্বরূপের পরাকাষ্ঠার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।"

তখন লোকেরা প্রার্থনা করে, "তোমার রাজ্য আসুক"। এর সহজ অর্থ হলো ঈশ্বর এক রাজা, এবং যখন তারা তাঁকে রাজা রূপে বরণ করে, তারা তাঁর রাজ্যের অংশী হয়। তারা প্রার্থনা জানায়, "পিতা, আমি আমার রাজ্য তৈরি করছি না। আমি আমার অন্তরে তোমার রাজ্য চাই, এবং তোমার অনুগত প্রজা হিসেবে আমি জীবন কাটাতে চাই।"

তৃতীয় ঐশ্বরিক আবেদন হলো দ্বিতীয়টির সমার্থক ঃ "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" যখন যীশুর গ্রেপ্তার ও ক্রুশারোপণ আসন্ন হলো, রক্তাকার ঘর্মে সিক্ত হয়ে যীশু প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক" (মথি ২৬:৩৯)। এই প্রার্থনাকে আমরা "প্রভুর প্রার্থনা" বলতে পারি, কারণ যীশু এই প্রার্থনা করেছিলেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের কেবল এই তৃতীয় আবেদন প্রার্থনায় জানাতে শিক্ষা দেন নি। তিনি এই আবেদনের অদর্শ দেখালেন, যখন তিনি সর্বাধিক সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

পৌল আমাদের জানালেন যে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সম্পদ আমাদের রয়েছে, যিনি আমাদের মৃন্ময় পাত্রে (আমাদের দেহে) বাস করছেন, যেন প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ হয় যে আমাদের জীবনে পরাক্রমের উৎস ঈশ্বর থেকে আসে, আমাদের কাছ থেকে নয়। আমার শ্রদ্ধেয় এক বিদ্বান্ মানুষ বিশ্বাস করেন, এই তৃতীয় ঐশ্বরিক আবেদন পড়তে হবে 'পৃথিবীতে', 'পৃথিবীর ওপরে' নয়। তাঁর বিশ্বাস, যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের অনুনয় থাকবে, তাঁর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পালিত হয়, তেমনি সেই ইচ্ছা যেন আমাদের মৃন্ময় পাত্রে বাস্তবায়িত হয়। যদি পিতার ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ হয়, তাহলে পিতার ইচ্ছা আমাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সিদ্ধ হবে।

ঈশ্বরকে প্রথমে রাখার এই তিনটি আবেদন যীশুর প্রত্যেক শিষ্যকে জানাতে হবে যে তারা যেন তাদের গোপন প্রার্থনা বা মিলিত-আরাধনা-প্রার্থনা, তাদের চাহিদা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী বাজারের ফর্দ নিয়ে না আসে ও নিজেদের জন্য ঈশ্বরকে ভারগ্রস্ত না করে। প্রার্থনা করার সময় তারা যেন সাদা কাগজ নিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসে, এবং তাঁর পক্ষে দায়িত্বভার বহন করতে তাঁকে অনুনয় করে।

তাদের একান্ত ও মিলিত প্রার্থনাতে সেনাদের মত তারা তাদের সেনাপতি ও রাজা সমীপে কর্তব্যের প্রতিবেদন জানাবে।

যখন যীশু আদেশ দিলেন, ঈশ্বরকে প্রথমে রাখার এই তিনটি আবেদন যেন আমাদের প্রার্থনায় ব্যক্তিগত নিবেদনের অগ্রবর্তী হয়, তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে প্রার্থনা ঈশ্বরকে প্ররোচিত করার বিষয় নয়, যেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। প্রার্থনার সুগন্ধ হলো ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সমতা ও বশ্যতা। প্রার্থনাতে ঈশ্বরকে আমাদের অংশীদার ও আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে তাঁকে গ্রহণ করা যায় না। যীশুর আদর্শ অনুযায়ী প্রার্থনার নির্য্যাস

হলো ঈশ্বর আমাদের তাঁর অংশীদার করেন ও তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনায় আমাদের কাজে লাগান।

ব্যক্তিগত আবেদন

"আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও"

ঈশ্বরকে প্রথমে রাখার অগ্রগণ্যতার মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেই হবে, যখন যীশুর শেখানো প্রার্থনার "আমাকে দাও" অংশে আমরা প্রবেশ করি। "ঈশ্বর প্রথমে" নামাংকিত তিনটি আবেদন আমাদের অভিপ্রায়ে আলোকপাত করুক, যখন আমাদের ব্যক্তিগত আবেদন নিয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরের সামনে আসি। আমরা কেন একদিনে এক বার আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রতিদিনের আহার চাই? আমাদের সিদ্ধ স্বর্গীয় পিতার কাছে আমরা চাইব, যেন তিনি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য যুগিয়ে দেন, কারণ ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখতে আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্খা জাগে, যেন আমাদের জীবনে ও আমাদের মাধ্যমে তিনি সম্মানিত ও সমাদৃত হন।

যীশুর এই প্রার্থনা শিক্ষা দেয়, "আজকের দিনে" ও "প্রতিদিন" আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, যখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও স্বর্গীয় পিতার কাছে আমরা আমাদের ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজন জানাই। লক্ষ্য রাখুন, এই একই জোরালো আবেদন রেখে যীশু কী ভাবে ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ করলেন ঃ "অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট" (৩৪ পদ)। অন্য কথায়, এক দিনে এক বার বাঁচুন।

এই প্রথম আবেদনে আমাদের সকল প্রয়োজনে প্রতিনিধিত্ব করতে প্রভু প্রতীক হিসেবে রুটি ব্যবহার করেছেন। রুটি এক শব্দান্তর, আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন পূরণে যাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রাণী হিসেবে আমাদের সকল প্রয়োজনে প্রযোজ্য। প্রতিদিন আমাদের দেহ রক্ষার্থে রুটি প্রয়োজন এবং এক দিনে প্রতিবার স্বর্গীয় মান্না দ্বারা আমাদের চিত্ত ও আত্মার পুষ্টিসাধন প্রয়োজন।

"আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরা আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি"

পরবর্তী তিনটি ব্যক্তিগত আবেদনসমূহ সুস্পষ্টরূপে আমাদের আত্মিক প্রয়োজনীয়তাগুলির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তিগত আবেদন হল ক্ষমাশীলতার উদ্দেশ্যে আর নির্দেশ ও মুক্তির উদ্দেশ্যে আবেদনগুলি দ্বারা অনুসারিত হয়। একদিনে একবারের নীতির মধ্যে আমরা শিক্ষা লাভ করি দৈনিক আহারের আবেদন আবার নির্দিষ্টভাবে আমাদের আত্মিক প্রয়োজনীয়তাসমূহের ক্ষেত্রে তিনটি আবেদনগুলির দিকে প্রয়োগিত হওয়া আবশ্যক। ক্ষমা, নির্দেশ ও মুক্তিও হল আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা। এই সকল চারটি ব্যক্তিগত

চেতনা হল ঃ "আমাদেরকে এই দিনে আমাদের দৈনিক আহার প্রদান করুন। ক্ষমা, নির্দেশ ও মুক্তির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রয়োজনীয়তা সহকারে।"

"আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না...."

যাকোবের পত্র অনুযায়ী মন্দের দ্বারা ঈশ্বর প্রলুব্ধ হন না, এবং তিনি কোন মানুষকে প্রলোভিত করেন না (যাকোব ১:১৩)। এই শিক্ষার আলোকে আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে প্রভু কেন আমাদের শেখালেন, যিনি কোন মানুষকে কখনও প্রলোভিত করেন না, তিনি বললেন, "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না?"

আমি নিশ্চিত যে এই আবেদনের আত্মা শাস্ত্রের সামগ্রিক শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত, কেননা প্রলোভন সামলাতে আমরা শক্তি-স্তম্ভ নই। যীশু নির্ভুলভাবে আমাদের মানব-দশা মূল্যায়ন করলেন, যখন তিনি বললেন ঃ "আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল" (মথি ২৬:৪১)।

যীশু যখন তাঁর জীবনে চরম সমস্যার সম্মুখীন হলেন, তিনি প্রেরিতদের বললেন, যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করে। যখন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন, তিনি তাঁদের জাগালেন ও বললেন ঃ "উঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়" (লূক ২২:৪৬)। এ কথায় তিনি তাঁদের বোঝাতে চাইলেন, "যদি তোমরা মন্দ জনের পরাক্রম ও তোমাদের দেহের দুর্বলতা জান, তাহলে ওঠো, প্রার্থনা করো, যেন পরীক্ষায় পতিত না হও।"

যীশু যখন এই তৃতীয় ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, আমাদের মানব-দশার মূল্যায়ন সম্পর্কে তিনি অবিচলিত রইলেন — আমাদের যে দেহ, মানব-প্রকৃতি, তা ঈশ্বরের সাহায্যপ্রাপ্ত নয়।" আমার বিশ্বাস, এটি এই তৃতীয় ব্যক্তিগত আবেদনের এক রীতিসিদ্ধ শব্দান্তর হবে, যেখানে এইভাবে আমরা প্রার্থনা করতে পারি ঃ "আমাদের পরিচালিত করো, কেননা পাপে পতিত হওয়ার প্ররোচনা মোকাবিলা করার যোগ্যতা আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাচ্ছি না।"

".....কিন্তু আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর"

পুরনো এক সঙ্গীতে মার্টিন লুথার আমাদের সাবধান করেছেন যে আমাদের বিপক্ষে প্রাচীন এক আধ্যাত্মিক শত্রু রয়েছে, যে আমাদের ভাল চায় না। আমাদের জীবনে ও আমাদের মাধ্যমে খ্রীষ্ট যা করতে চান, ঐ শত্রু সেই কাজে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। শয়তানের কাজ ও পরাক্রম মহৎ, সে নির্মম ঘৃণায় সজ্জিত, যা পৃথিবীতে ন্যায়সঙ্গত নয়। যদি আমরা নিজেদের শক্তিতে নির্ভর করি, আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে, আমাদের পক্ষে যথার্থ মানুষ থাকবে না, ঈশ্বরের লোক হয়েও আমাদের নিজস্ব পছন্দ থাকে। আপনি জানতে চাইবেন, তাহলে যথার্থ মানুষ কে? ইনি খ্রীষ্ট যীশু!

আমাদের পুরনো শত্রুর বিপক্ষে এই আবেদন রাখতে হবে, প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে।

আশীর্বচনে প্রথমে ঈশ্বর

"তোমার রাজ্য আইসুক, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই হউক। আমেন।"

যীশু আমাদের শিক্ষা দিলেন, যেন প্রথমে-ঈশ্বর মনস্কতা নিয়ে আমরা প্রার্থনা শুরু ও শেষ করি। অর্থাৎ বলতে হবে ঃ "তোমার রাজ্য আইসুক", এবং "রাজ্য তোমারই"। যখন যীশু এই আশীর্বচন দিলেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গভীর অঙ্গীকার রেখে প্রার্থনা শেষ করতে তিনি আমাদের শেখালেন, যেন বিভিন্ন আবেদনে তাঁর সমাধানের পরিণতি ও মহিমা এই আদর্শে/প্রার্থনায় রূপরেখা আঁকে যে সর্বদা সবই তাঁর।

সারসংক্ষেপ

যীশুর শেখানো প্রার্থনা আমাদের চ্যালেঞ্জ জানায়, যেন প্রার্থনা ঈশ্বর পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। যীশু অথবা পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করতে আমরা নির্দেশিত নই। আমাদের নিখুঁত, প্রেমিক স্বর্গীয় পিতার কাছে একান্তভাবে বিনতি জানাতে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তিনটি ঐশ্বরিক নির্দেশে আমাদের প্রার্থনা শুরু করতে হবে, অথবা এগুলি প্রথমে ঈশ্বরকে রাখার আবেদন, যথাঃ তোমার নাম, তোমার রাজ্য ও তোমার ইচ্ছা। এই তিনটি ঐশ্বরিক আবেদনের পরে চারটি ব্যক্তিগত আবেদন জানাতে হবে, যথাঃ আমাদের দাও, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের পরিচালনা দাও, এবং আমাদের বাঁচাও। অবশেষে, আমরা নির্দেশ পেয়েছি, যেন স্বীকারোক্তি দিয়ে আমরা প্রার্থনা শেষ করি, "কারণ আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে সর্বদা তাঁর কাছ থেকে পরাক্রম আসে, পরিণতি সর্বদা তাঁর ও মহিমা সর্বদা তাঁর প্রাপ্য। সুতরাং তাই হোক্!"

উপবাস করার নিয়মানুবর্তিতা

দান ও প্রার্থনা করার মত যীশুর শিক্ষা অনুযায়ী উপবাস করার আধ্যাত্মিক নিয়মও ঊর্ধমুখী হবে (১৬-১৮ পদ)। আপনি লক্ষ্য করুন, যীশু বলেন নি ঃ "যদি তুমি উপবাস কর," কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ "যখন তুমি উপবাস কর।" তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, উপবাস কালে যেন তোমাদের মুখ বিষণ্ন না থাকে, যদি তাঁরা বলতে চান, "চার দিন উপবাসের শেষে আমি প্রায় মূর্ছা যাচ্ছি!" যীশু তাদের বললেন, উপবাস চলাকালীন যেন তাঁদের প্রসন্ন বদন দ্যুতি ছড়ায়।

ঠিক যেমন দান করা বিষয়টি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের "প্রথমে ঈশ্বর" পরিমাপ করতে আমাদের সুযোগ দেয়, তেমনি মাত্রা পরিমাপ করতে উপবাস আমাদের সুযোগ দেয়, যেখানে শারীরিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতাকে আমরা বেশি মূল্য দিই ও আমাদের প্রার্থনার ঐকান্তিকতার প্রমাণ রাখি। যীশুর পরামর্শ অনুসারে প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারা কোন কোন অলৌকিক কর্ম করা সম্ভব (মথি ১৭:২১)।

এক শিষ্যের ঊর্ধমুখী মূল্যায়ন

"তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এখানে তা কীটে ও মর্চ্চ্যয় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যয় ক্ষয় করে না। সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকিবে।

"চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকার হয়, সেই অন্ধকার কত বড়!

"কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয়ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না" (মথি ৬:১৯-২৪)।

এবারে যীশু এক শিষ্যের মূল্য সংক্ষেপে জানাতে চাইলেন, যে আশিসধন্য মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করছে। অভিধান অনুসারে মূল্যায়ন ঃ "সে নিজের জন্য সম্মান পেতে চায় বা সম্মান পাওয়ার যোগ্য। পর্বতের পাদদেশে থাকা লোকদের নানা সমস্যার একটি সমস্যা হলো তাদের পক্ষে যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় নি। লবণ ও আলোর প্রভাব নিয়ে যখন শিষ্যেরা অগণিত মানুষের কাছে ফিরে যাবেন, শিষ্যেরা যথার্থ মূল্য অবলম্বনে লোকদের শেখাতে পারবেন।

বাক্যের সূচনায় যীশু যেমন শেখালেন যে ধন-সম্পদের পেছনে তাঁরা যেন সময় ব্যয় না করেন, যার ক্ষয় হয়, অথবা তাঁরা যেন ধনে মন না দেন, তিনি আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনটি প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা দেখালেন। তাঁর প্রথম নিরীক্ষণে এক সুগভীর মান রয়েছে, যার দ্বারা শিষ্যেরা তাঁদের আবশ্যকতা পরিমাপ করতে পারেন ঃ "কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থকিবে।" অন্য কথায়, "আমাকে তোমাদের ধন দেখাও, এবং তোমরা তোমাদের হৃদয় ও তোমাদের মান আমাকে দেখাবে।"

এর পরে তিনি এক চ্যালেঞ্জ জানালেন, যা তাঁর শিষ্যদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীর অন্যতম প্রশ্ন বা উত্তর ঃ "আমরা কী ভাবে বিভিন্ন বিষয় দেখতে পাই?" যখন যীশু বললেন ঃ "তোমার চক্ষু যদি সরল হয়" (৬:২২)। তিনি তাদের মনস্কতা বোঝাতে চাইলেন। আলোয় ভরা দেহ (আনন্দ, পবিত্রতা, আশীর্বাদ) এবং আঁধার বা অশান্তিপূর্ণ দেহের মধ্যে উত্তম মানগুলি প্রভেদ দেখায়। তাঁর ভীতিজনক চেতনা হলো মন্দ মানগুলি গভীর অশান্তিতে নিয়ে যায়। আমি দেখেছি, বিশ্বের নেতারা, যাঁরা চীনে, রাশিয়াতে, জার্মানীতে অগণিত মানুষ হত্যা করলেন, তাঁদের মন্দ মনস্কতা ছিল। যার ফলে সারা বিশ্বে ঘোর অন্ধকার নেমে এলো।

মান বা মূল্যায়ন সম্পর্কে তাঁর তৃতীয় ভীতিজনক উক্তি অঙ্গীকারের পক্ষে তাঁর

কঠোর আহ্বানগুলির একটি আহ্বান। "দুই প্রকার দর্শন" নিয়ে তাঁরা যীশুর শিষ্য হতে পারেন না। ঈশ্বর ও অর্থ এই দুই কর্তার দাসত্ব তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

আমরা কি পার্থিব বা অনন্ত ধনের নিমিত্ত নিজেদের ব্যয় করছি? যীশুর এই আহ্বানে আমাদের সাড়া দিতেই হবে? যীশুর বাক্য অনুসারে আমাদের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে, যদি আমাদের কাজকর্ম বা সারা দিনের করণীয় আমরা বিবেচনা করি; যথা ঃ আমাদের মনোভাব, অথবা সারা দিন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা; আমাদের উদ্বেগ, অথবা সারা দিন সম্বন্ধে আমাদের ব্যাকুলতা; আমাদের উচ্চাকাঙ্খা, অথবা সারা দিনে আমাদের চাহিদা, আমাদের আনুগত্য — সমস্ত দিন আমরা কার উদ্দেশ্যে ও কী পরিষেবা করি? মতবাদমূলক ঘোষণায় যীশু জানাচ্ছেন যে প্রভু রূপে তাঁকে এবং অন্য কোন জনকে তাঁর শিষ্য করতে পারে না। যেহেতু মূল্যায়ন সম্বন্ধে এই শিক্ষা-প্রসঙ্গে তিনি এ কথা ঘোষণা করছেন, সুতরাং তাঁর ঘোষিত মূল্য হলো, শিষ্য হিসেবে কেউ ঈশ্বর ও অর্থের সেবা করতে পারে না।

লবণ ও দীপ্তির মান

"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি রড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয় করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে?

"আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে; সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না?" (মথি ৬:২৫-৩০)।

যদিও উদ্বেগ উল্লেখ করা সম্পর্কে এই তিনটি পদে জোরালো আবেদন রয়েছে, তবুও যীশু প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন শিক্ষা দিলেন। লক্ষ্য করুন, এই মূল্যায়ন উপস্থাপন করার সময় তিনি নিদেনপক্ষে কুড়িটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন বা এই সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিলেন। প্রশ্ন এই প্রকার, যথা ঃ তোমার দেহ কেমন? তোমার যোগ্যতা বা মূল্য কেমন? তোমার অনিয়ন্ত্রিত নানা বিষয় সম্বন্ধে তুমি উদ্বিগ্ন কেন? তোমার কি এমন বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বর, যিনি পাখীদের আহার দেন ও কানুড় পুষ্পকে সুশোভিত করেন, তিনি তোমাকে সুন্দর পোশাকে বিভূষিত করেন?

"অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব' বা 'কি পান করিব' বা 'কি পরিব'? কেননা পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

"অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় অপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট" (৩১-৩৪ পদ)।

মূল্যসমূহের অন্য আর এক শব্দ হলো অগ্রগণ্যতা। আমাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বারোটি এককেন্দ্রিক গোলার্ধে কালো রংয়ের গোলাকারের মধ্যে প্রত্যেক শিষ্যের "অগ্রগণ্যতার লক্ষ্য" থাকবে। মূল্যায়ন শিক্ষাদান উপসংহারে যীশু ঘোষণা করলেন যে তাঁর শিষ্যদের অগ্রগণ্য লক্ষ্যের কেন্দ্রে তাঁদের হৃদয়ের ওপরে ঈশ্বরের নিয়ম থাকবে। অন্য সকল গোলাকার রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু দ্বারা অগ্রাধিকার পাবে যখন তিনি তাদের যথার্থতা দেখাবেন। যীশুর প্রতিজ্ঞা তাদের জানা থাকবে যে সারা দিন তাদের উদ্বিগ্নকারী সকল প্রয়োজন তাদের স্বর্গীয় পিতার দ্বারা পূরণ করা হবে।

যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা কথিত এই সকল মূল্য স্বীকার করতে আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার স্ত্রী ও আমি যীশুর এই প্রতিজ্ঞা দাবি জানাতে স্থির করলাম, যখন আমরা বিবাহিত হলাম ও একটি মণ্ডলী শুরু করলাম। ১৯৫৬ সাল থেকে আমাদের প্রতি যীশু তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। আমাদের প্রয়োজন মেটাতে ঈশ্বর কখনও ব্যর্থ হন নি, এবং যীশুর এই প্রতিজ্ঞার সত্যতা তিনি আপনার জীবনে প্রমাণ করবেন, যদি আপনি তাঁকে প্রথমে রাখেন ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আপনার জীবনে আপনি প্রথম অগ্রগণ্যতার কাজ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"আমন্ত্রণ"

(মথি ৭:১-২৭)

পর্বতে দত্ত উপদেশের শেষ অধ্যায়ে আমরা পাঠ করি যে যীশু তাঁর মহত্তম উপদেশে রায় দিলেন, যখন তিনি তাঁর উপদেশ শ্রোতাদের সিদ্ধান্ত নিতে আমন্ত্রণ দিলেন, যদি তাঁরা পৃথিবীর লবণ হয়ে বেরিয়ে যান, অথবা মূল্যহীন থাকেন। যীশু অত্যন্ত ব্যবহারিক প্রচারক/শিক্ষক ছিলেন, যাঁর বাণীর মত জগৎ কখনও কারো বাণী শোনে নি। যাঁরা এই উপদেশ শুনলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় বচন রেখে যীশু "খ্রীষ্টীয় প্রথম অবসর যাপন অধিবেশন" শেষ

করলেন, যাঁরা বললেন ঃ "আমরা সত্যি যা বিশ্বাস করি, কাজে তারই প্রতিফলন দেখাব। অবশিষ্ট সবই শুধু ধর্মীয় আলোচনা, এবং ধর্মীয় কথোপকথন কারো প্রয়োজন নয়।"

যীশু তাঁর আটটি স্বর্গসুখ অবলোকন ও অনুভব করতে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন, যেগুলির প্রভাবে তাঁরা লবণ ও দীপ্তি হবেন, এবং অসংখ্য মানুষের একান্ত প্রয়োজন মেটাবেন। তিনি তাঁদের এই নির্দেশও দিলেন, যেন তাঁরা তাঁদের চারপাশে বাসকারী লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেন ও তাদের প্রয়োজন মেটাতে আশিসধন্য মনোভাবগুলি প্রয়োগ করেন। এটি এত উদ্দীপক ছিল যে প্রভুর উৎসাহ-বাণী শোনার পরে আরও প্রস্তুতি নিয়ে তাঁরা ঊর্ধে তাকালেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে গতিশীলতা, আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা ও মূল্য গ্রহণ করলেন, চারপাশের লোকদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে যেগুলো তাঁদের প্রয়োজন ছিল।

এখন যীশুর চ্যালেঞ্জ ঃ "তোমরা যা জেনেছ, তা নিয়ে তোমরা কী করতে চলেছ?" তিনি ব্যবহারিক প্রয়োগে বারংবার জোর দিলেন, যখন মহৎ শিক্ষা প্রদান করলেন। পরে যখন তিনি প্রেরিতদের চরণ ধুয়ে দিলেন, এবং তাঁদের নম্রতা শেখালেন, তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "এ সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এ সকল পালন কর" (যোহন ১৩:১৭)। এছাড়া তিনি তাঁদের শুধালেন ঃ "তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা বলি, তাহা কর না?" (লূক ৬:৪৬)।

যাঁরা তাঁর উপদেশ শুনলেন, তিনটি উৎসাহ-বাণী উল্লেখ ক'রে তিনি তাঁদের চ্যালেঞ্জ দিলেন ঃ "এই পাহাড় থেকে চলে যাওয়ার আগে ভেতরে, চারপাশে ও ঊর্ধে দৃষ্টি রাখতে তোমরা পুরোপুরি শর্তহীন শপথ রাখো।"

"তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে;এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।

"আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না? অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, এস, আমি তোমার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ, তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে! হে কপটি, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

"পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও না;পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায়, এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে" (৭:১-৬)।

যীশুর মধ্যে কৌতুকের তীব্র অনুভূতি ছিল। শিক্ষা প্রদানকালে সত্য সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে কোন কোন সময় তিন কৌতুক কাজে লাগালেন।

উদাহরণ স্বরূপ, ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন ঃ "তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক" (মথি ২৩:২৪)। বিষয়টি সম্বন্ধে যীশু স্পষ্টভাবে বললেন, যেন তাঁর শিষ্যেরা ভণ্ড না হয়, তাই তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ "তোমরা অন্য লোকের চোখ থেকে কুটা তুলে ফেলতে চেষ্টা করছো কেন, যখন তোমাদের চোখে কড়িকাট রয়েছে? কী করে অন্যের চোখ থেকে তোমরা কুটা তুলে ফেলবে, যখন তোমাদের চোখে কড়িকাট থাকে?"

এক জন লোক তার পালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। তার মাথায় ছিল লেটুস শাক ও দুটো ভাজা ডিম, এবং দুই কানে শূকরের কয়েক টুকরো মাংস। বিস্মিত পালক যখন তাকে শুধালেন, "আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?" লোকটি জবাব দিল, "পালক মহাশয়, আমার ভ্রাতার সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই!" কোন কোন মানুষ অন্য লোকেরা সমস্যা নিয়ে মগ্ন থাকে। কোন কোন সময় তারা ভণ্ডামী করে ও সর্বদা অন্যের ওপরে দোষ চাপিয়ে দেয়, অথচ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তারা নিজেরাই সমস্যা।

যীশু বাগ্মিতার সঙ্গে কৌতুক ও সূক্ষ্ম উপমা দিয়ে এই লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। তিনি দুটি গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা এই কাজ করছো কেন?" এবং "তোমাদের সাফল্য কীভাবে সম্ভব হবে?" এই শিক্ষার প্রেরণা হলো ঃ ভেতরের দিকে দৃষ্টিপাত করার অঙ্গীকার করা ও আপনার চোখ থেকে কড়িকাট বের করা, তাহলে আপনার সহায়তা নিয়ে অন্য জন তার চোখের কুটা বের করতে পারবে।

পক্ষান্তরে, যীশুর পরবর্তী বাণীতে কোন কৌতুক নেই। যীশু তাঁর কৌতুক-মেশানো উপমা এই ভাবে প্রয়োগ করলেন ঃ "হে কপটি, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" যেহেতু শিক্ষাটি এই উক্তি দিয়ে শুরু হয় যে, আমরা অপরের বিচার করতে পারি না, একমাত্র যে শিক্ষা যীশু এখানে প্রদান করলেন।

আসলে যখন সম্পর্কযুক্ত সমস্যা আসে, একজন শিষ্যকে অবশ্যই "আমার প্রথম সংঘে" যোগদান করতে হবে। অন্যদের সমস্যা সমাধানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আগে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দ্বারা যীশুর শিষ্যেরা তাঁদের সমস্যা থেকে উদ্ধারিত হবেন। অতএব, তাঁরা কঠোরভাবে অন্যদের বিচার করবেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ "প্রথমে তোমরা নিজেদের বিচার করো, তাহলে অন্যদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারবে। ভেতরের দিকে নজর দিতে সংকল্পবদ্ধ হও!"

এই শিক্ষাতে তিনি জুড়ে দিলেন যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যেন দ্বিমুখী পথ। আপনি যে ভাবে অন্যদের পরিমাপ করবেন, একই ভাবে অন্যরাও আপনাকে পরিমাপ করবে। এটি ছিল বাজারের এক উপমা। যদি আপনার সন্দেহ জাগে। আপনার পরিচিত বণিক যথার্থ ওজনে আপনাকে সওদা দেন নি, আপনি যখন আপনার উৎপাদন তাঁর কাছে বিক্রয় করবেন, তাঁকে বলবেন, তাঁর কাছ থেকে জিনিস কেনার সময় তিনি যে পাল্লা ব্যবহার করেছিলেন,

আপনি সেই পাল্লা ব্যবহার করতে চান। আপনার সহ-শিষ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার্থে এটি কাছাকাছি তাঁর এক শিক্ষা।

মুক্তো ও শূকর সম্পর্কিত তাঁর শিক্ষাটি বিপক্ষ, মন্দ মানুষ ও শত্রু সম্বন্ধে তাঁর আহ্বানমূলক শিক্ষার সারাংশ। পক্ষান্তরে, এই লোকদের কাছে আমাদের যেতে হবে। আমাদের ও আমাদের মুক্তোর বিনাশ হওয়া সম্ভব, যদি আমাদের উপহার নিতে আগ্রহী মানুষ না থাকে। আমাদের পরিণামদর্শিতা ও শৃঙ্খলার অভাব যেন না থাকে, কিন্তু আমাদের জীবন যাপন ও পরিচর্যার ধনাধ্যক্ষতায় বিজ্ঞতা প্রয়োজন।

তাঁর দ্বিতীয় উৎসাহ প্রদানটি ঊর্ধে দৃষ্টি রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার এক আহ্বান ঃ "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

"তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে, কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন" (মথি ৭:৭-১১)!

ছয় অধ্যায় জুড়ে ঊর্ধে দৃষ্টি, ঈশ্বর থেকে আসা আধ্যাত্মিক চেতনা ও মূল্য গ্রহণ করা সম্পর্কে যীশুর উৎসাহ-প্রদান লিপিবদ্ধ আছে। এখন সম্পূর্ণ, নিঃশর্ত অঙ্গীকার শিখতে, এবং বিভিন্ন চেতনা ও মূল্য প্রয়োগ করতে তিনি আহ্বান দিচ্ছেন যা ঊর্ধে দৃষ্টি রাখা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন।

গ্রীক ভাষাতে বর্তমান কাল যথাসময়ে অবিরাম কর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, এই পদগুলির সমার্থক শব্দমালা এই প্রকার, যথা ঃ "তোমরা চাও, এবং চাওয়া থামিয়ে দিও না, কেননা যে চায় ও চাইতে থাকে, সে পায় ও পেতে থাকে।" আসলে যীশু তাঁর শিষ্যদের আহ্বান দিচ্ছেন, যেন তাঁরা অবিরত ও নিষ্ঠা সহকারে ঊর্ধে দৃষ্টিপাত করে। অবিরাম অন্বেষণ, আন্তরিক নিবেদন, বিরামহীন দ্বারে আঘাত, এবং গভীর অন্বেষণ। যীশু তাঁর শিষ্যদের ডাকছেন, যেন তাঁরা ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষ হন!

পুলক জাগানো প্রতিজ্ঞা সহকারে এই উৎসাহ প্রদানের অবসান ঘটলো, অর্থাৎ যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে চায়, খোঁজে ও দ্বারে আঘাত করে, সে গ্রহণ করে, পায় এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে চোখের সামনে দরজা খুলে যায়। চমৎকার নিশ্চয়তা এই বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞার অনুবর্তী হয়, কেননা মন্দ মানুষ হয়েও আমরা যদি আমাদের সন্তানদের উত্তম উপহার দিতে পারি, তাহলে আমাদের প্রেমময় ও নিখুঁত স্বর্গীয় পিতা আরও কত নিশ্চিতভাবে উত্তম উপহার প্রদান করেন, যারা তাঁর কাছে চায়!

আমি বিস্মিত হই, কেননা আজকের দিনে যীশুর এই আমন্ত্রণ খুব কম মানুষ শিক্ষা দেন ও প্রচার করেন। আমি মর্মাহত, কারণ কেবল অল্প সংখ্যক শিষ্য ঈশ্বর-প্রেমিক শিষ্য হওয়া সম্পর্কে তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দেন।

এই শিষ্যদের সামনে যীশুর তৃতীয় উৎসাহ-বাণী পাহাড়ের নীচে রেখে আসা জনতার কাছে ফিরে যেতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করলো, যেন চারপাশের লোক জনদের প্রতি তাঁরা পুরোপুরি নিঃশর্ত অত্মনিয়োগ করতে পারেন। যীশু তাঁদের বললেন ঃ "অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি-গ্রন্থের সার" (মথি ৭:১২)।

আসলে এই পদ উল্লেখপূর্বক যীশু তাঁর উপদেশে ইতি টানলেন। তাঁর এই উপসংহার "উৎকৃষ্ট নিয়ম" হিসেবে পরিগণিত। মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পর্কে বিশ্বের চির-গোচরে এটাই মহত্তম শিক্ষা। যীশু দাবি রাখলেন যে এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবস্থা ও ভাববাদি-গ্রন্থ (পুরাতন নিয়ম) শাস্ত্রের সাফল্য আনে, যা সেই যুগে ছিল।

এক বিদ্বান্ মানুষ লিখলেন ঃ "যীশুর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে প্রধান বিষয়গুলি সাধারণ বিষয়, এবং সাধারণ বিষয়গুলি প্রধান বিষয়।" এখানে তিনি যা শিক্ষা দিলেন, তার সহজ ব্যাখ্যা ঃ "পর্বতের তলদেশে প্রতীক্ষারত জনতার মধ্য থেকে এক জনকে বেছে নিন। ঐ ব্যক্তির স্থানে নিজেকে রাখুন। যদি আপনি সেই ব্যক্তি হতেন, তাহলে যীশুর এক শিষ্যের কাছ থেকে আপনার জন্য কী করণীয় আপনি আশা করতেন? যখন এই প্রশ্নের উত্তর আপনি জানেন, তখন আপনি সেই কাজ করুন — কাজটি যেমনই হোক্, আপনি স্বাভাবিক ভাবে সেই কাজ করুন! এটাই পারস্পরিক-সম্পর্ক রক্ষা বিষয়ে বাইবেলের সমগ্র শিক্ষা।"

আপনার স্বামী বা স্ত্রী, আপনার সন্তান, আপনার পিতামাতা অথবা খ্রীষ্টে আপনার ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি আপনি এই নিয়ম প্রয়োগ করুন। অন্য জাতির লোকদের প্রতি এই উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রয়োগ করুন। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায়, বিবাহিত জীবনে, পরিবারে ও আধ্যাত্মিক সমাজে এই ভাবে সকলে উৎকৃষ্ট নিয়ম পালন করে। আপনাকে নিশ্চিতভাবে আপনার বিপক্ষ ও শত্রুদের প্রতি এই নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে।

হয়তো যীশুর হৃদয়ে প্রাথমিক ভাবে এই মনোভাব ছিল যে তাদের প্রতি এই শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে, যারা খ্রীষ্ট ও পরিত্রাণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এই ভাবে মিশনগুলিতে ও সুসমাচার প্রসারে উৎকৃষ্ট নিয়ম পালিত হবে।

মহৎ আমন্ত্রণ

অঙ্গীকার করার পক্ষে তিনটি আহ্বান দেওয়ার পরে অবশেষে যীশু উৎকৃষ্ট নিয়ম জানালেন, এবং এবারে তাঁর আমন্ত্রণে কঠোর বাণী তিনি শোনালেন। এই আমন্ত্রণ কোন ভাবেই আপনার জনতার জন্য নয়, এবং নিষ্ক্রিয় ভাবে কিছু পাওয়াও যাবে না। এটি পরিত্রাণ লাভ

করার আমন্ত্রণ নয়, কিন্তু যীশুর সমাধান ও মীমাংসায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পক্ষে তাঁর উদ্দীপক আহ্বান, যেন তাঁর পক্ষে সারা বিশ্বে পৌঁছনো যায়।

ইতিপূর্বে আমন্ত্রণমূলক প্রচার ও শিক্ষা শুনে অনেকে সিদ্ধান্তের স্থানে পৌঁছালো, এবং মোশি ও ভাববাদিদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো (২ বিবরণ ৩০:১৯, ২০)। যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যায় আমন্ত্রণ দেওয়া লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এই অবসর যাপন সংগঠিত হওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ ছিল ঃ "তুমি কি সমস্যার অংশ অথবা সমাধানের অংশ হবে?" আপনি কি পর্বতের তলদেশে জন-জোয়ারের মধ্যে এক জন, অথবা গিরিশৃঙ্গে যীশুর সঙ্গী এক শিষ্য?

কিন্তু শিক্ষার উপসংহারে যারা যীশুর শিষ্য হতে চায়, এবং যারা তাঁর সমাধান ও মীমাংসার অংশ হয়েছে, তারা এক ভীতিজনক আমন্ত্রণ শুনুক। মনে রাখুন, যত জন এই আমন্ত্রণ শুনেছে, সকলে শিষ্য হওয়ার জন্য শপথ রেখেছে। গিরিশৃঙ্গে শিষ্যদের প্রতি দত্ত এ এক আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণের প্রেরণা হলো আপনি কী প্রকার শিষ্য?

আমন্ত্রণের স্বরূপ ঃ "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়" (১৩, ১৪ পদ)।

দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এই আমন্ত্রণে যীশু তিন বার বলেছেন, দুই প্রকার সাক্ষ্য ধারণকারী শিষ্য রয়েছে। আমন্ত্রণের এই অংশে তিনি বলেছেন, অনেক জন ও কয়েকজন শিষ্যকে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করে সমাধান, সদুত্তর, লবণ ও দীপ্তি হওয়ার জন্য সহজ উপায় আছে। কিন্তু তারা কখনও সমাধান ও সদুত্তর হয় না। আসলে তারা স্বাদযুক্ত লবণ ও উজ্জ্বল দীপ্তি নয়। তারা এই পরিচয় বহন করে মাত্র। যীশু অনিবার্যভাবে বলেছেন, "যদি তুমি নজর রাখো অনেকের জীবনে কী ঘটে, যারা মিমিত্ত মাত্র রক্ষার পথ অনুসরণ করে, এবং মনে ভাবে যে আমার জন্য সদুত্তর ও সমাধানের অংশ হওয়ার পক্ষে সহজ উপায় রয়েছে, তাহলে তুমি অনেকের মধ্যে এক জন হতে চাইবে না।"

কিন্তু অন্য দিকে অল্প সংখ্যক মানুষ রয়েছে। তারা জানে, কোন সহজ উপায় নেই। অনেকের বিশ্বাস, প্রশস্ত দ্বার দিয়ে এই সফল শুরু হয়, যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এক চওড়া, মসৃণ পথ;কিন্তু এই পথ বিনাশে নিয়ে যায়। অল্প সংখ্যক লোক জানে, দুয়ারটি ছোট, এবং এই দুয়ারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথটি সঙ্গীর্ণ, দুর্গম ও নিয়মমাফিক। কিন্তু এই পথ জীবনে নিয়ে যায়। কেবল অল্প সংখ্যক মানুষ এই জীবন পায়। আহ্বানের প্রশ্ন এই প্রকার, যথাঃ "আপনি কি অনেকের মধ্যে এক জন, অথবা কয়েক জনের মধ্যে আপনি এক জন?"

এর পরে যীশু আরও দুটি সম্ভাবনা উপস্থাপিত করলেন ঃ "ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকেটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া। তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ

হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে? সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না। যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়। অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে" (১৫-২০ পদ)।

হৃদয়-বিদারি আমন্ত্রণ চলতে থাকে ঃ "তুমি কি এক মেকী বা খাঁটি শিষ্য?" গম ও শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত থেকে যীশু শেখালেন, যেখানে পরিষ্কারভাবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন যে তাঁর রাজ্যে (মণ্ডলীতে) মেকী ও খাঁটি শিষ্যের সংমিশ্রণ থাকবে (মথি ১৩:২৪-৩০)। তিনিএ বিষয়ও শেখালেন যে আমরা পার্থক্য বলতে পারবো না। আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, যখন তাঁর আমন্ত্রণে মেকী ও খাঁটি শিষ্যের এই দুটি সম্ভাব্য পরিচিতি আমরা শুনতে পারি।

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে স্বাভাবিক ব্যবস্থার উপমায় ফিরে গেলেন, যখন তিনি ঘেষাণা করলেন, আমাদের জীবনের পার্থক্য বা অন্যদের জীবনের পার্থক্য আমরা বলতে পারি ঃ "প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না।" একই ভাবে "ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না।" চ্যালেঞ্জ হলো, আপনি কি একটি ভাল গাছ অথবা একটি মন্দ গাছ? আপনি কি এক মেকী অথবা একজন খাঁটি শিষ্য?

এবারে এই কথা শুনুন ঃ "যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও" (মথি ৭:২১-২৩)।

এগুলি নূতন নিয়মের কয়েকটি অতি ভীতিজনক বাণী। শিষ্যেরা যীশুর অনুগামী হিসেবে তাঁদের জীবন ও পরিচর্যার মূল্যায়ন জানাতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করবেন, যথা ঃ "অনেক পরাক্রম-কার্য্য!" এবারে তাঁদের জীবন ও পরিচর্যার বিচার জানাতে যীশু তিনটি শব্দ ব্যবহার করবেন, যথা ঃ "হে অধর্ম আচরণকারীরা!"

যীশুর এই কঠোর বাণী-সম্বলিত আমন্ত্রণে সম্ভাব্য পরিচিতি থাকবে ঃ "তুমি কি সেই শিষ্যদের এক জন, যে শুধু কথা বলে, অথবা তুমি তাদের এক জন, যে সত্যি পিতার ইচ্ছা পালন করে?"

এই প্রশ্ন যীশুর মহত্তম উপদেশের নাটকীয় পরিসমাপ্তি আনে ঃ "অতএব যে কেহ

আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল। আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন একজন নির্বোধ লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে আঘাত করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল ও তাহার পতন ঘোরতর হইল" (২৪-২৭ পদ)।

এখানে যীশুর শেষ বচন তাঁর আমন্ত্রণের মূল ধ্যান "যারা বলে ও যারা করে" ভাবধারা বজায় রাখে। শেষ চ্যালেঞ্জ হলো, শিষ্যেরা, যারা তাঁর শিক্ষা শুনেছে, কিন্তু সেই শিক্ষা কখনও প্রয়োগ করেনি, তাহলে তাদের জীবনের পক্ষে অথবা বিশ্বাস বহনকারী সাক্ষ্যে তাদের কোন বুনিয়াদ নেই। যদি শুনে শেখা বাণী তারা প্রয়োগ করে, তাহলে তাদের জীবন, তাদের বিশ্বাস শক্ত ভিত্তিতে স্থাপিত হয়।

যদি আমি আপনাকে ক্যানভাস, রং ও তুলি দিতাম ও আপনি এক প্রতিভাবান শিল্পী হতেন, আপনি কী আঁকতেন, যদি আমি আপনাকে "জীবন" সম্বন্ধে আঁকতে বলতাম? কোন তরুণ হয়তো কাল্পনিক কিছু আঁকতেন, যেমন একটি যুবকের আশ্চর্য জীবন কাটানোর দৃশ্য। তার পিতামাতা হয়তো কোন দুঃখের ছবি আঁকতেন, যা তাঁদের বিগত কষ্টের জীবন প্রতিফলিত করতো।

যীশু কল্পনাপ্রবণ বা দুঃখবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি শিক্ষা দিলেন, জীবনে অনেক ঝড়-তুফান আসে। জীবনের রকমারি বিপর্যয় থেকে কেউ মুক্ত নয়। এই ঝড়গুলো দুই প্রকার গৃহে আঘাত হানে। কিন্তু যে জীবন যীশুর শিক্ষার প্রতি বাধ্যতায় নির্মিত হয়, সে জীবন টিকে যায়, কিন্তু যে জীবন শুধু তাঁর শিক্ষা শোনে, কিন্তু মানে না, সে জীবন টিকতে পারে না। জীবন ভেঙ্গে পড়ে, এবং সেই পতন ঘোরতর হয়! উপদেশটি শেষ চ্যালেঞ্জ জানায়ঃ "তুমি কী প্রকার শিষ্য?"

আমাদের পাঠের শেষ বচনগুলিতে আমরা দেখি, সেই লোকদের সচেতনতা, যারা গিরিশৃঙ্গের অধিবেশনে যোগ দেয় নি, কিন্তু উপত্যকার অনেক নীচে ছিল, তবুও পাহাড়ের ওপরের দিকে তারা চোখ মেলে চাইল, যদি যীশুর শিক্ষাদানের ভঙ্গী তাদের নজরে আসেঃ "যীশু যখন এই সকল বাক্য শেষ করিলেন, লোকসমূহ তাঁহার উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল; কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহাদের অধ্যাপকদের ন্যায় নয়" (২৮, ২৯ পদ)।

উপসংহার

যীশু আপনাকে আমন্ত্রণ দিচ্ছেন, যেমন তিনি তাঁর শিষ্যদের আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন,, যেন আশাহীন অমানিশায় ভ্রাম্যমান অগণিত লোকদের উদ্দেশ্যে তাঁরা সমাধানের অংশ হতে

পারেন। এই তিনটি অধ্যায় বারংবার পড়ুন ও ঈশ্বরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করুন, যেন তাঁর শিক্ষা শুধু না বোঝেন, কিন্তু শিক্ষা অনুযায়ী বাধ্য হতে ও জীবন যাপন করতে পারেন। তাহলে "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে" (মথি ৭:৭)।

যদি যীশু খ্রীষ্টের এক সত্যিকার অনুগামী ও শিষ্য হওয়ার জন্য আপনি মনস্থ করেছেন, তাহলে দয়া করে আমাদের লিখুন ও জানতে দিন, যেন অন্যান্য পুস্তিকা আপনাকে পাঠাতে পারি, যেগুলোর সহায়তা নিয়ে আপনি বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাবেন। আমার প্রার্থনা এই, যেন ঈশ্বর প্রণোদিত এই পুস্তিকা থেকে সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে আপনি উজ্জ্বল আলো হতে পারেন, যেখানে ঈশ্বর আপনাকে সুপরিকল্পিতভাবে রেখেছেন।

THE SERMON ON THE MOUNT
Booklet - 33
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

THE SERMON ON THE MOUNT
Booklet - 33
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-33/2004